Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা - মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাফছা আক্তার নাঈমা

রোলঃ 23090121286

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা - মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাফছা আক্তার নাঈমা

রোলঃ 23090121286

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পিতা - মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হাফছা আক্তার নাঈমা, আইডিঃ 23090121286 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ পিতা - মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

হাফছা আক্তার নাঈমা

আইডিঃ 23090121286

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

গবেষণার পটভূমি 6

সমস্যার বিবৃতি 7

গবেষণার উদ্দেশ্য 8

আল্লাহর তাওহীদের পর পিতা মাতার আনুগত্যের ঐশী নির্দেশ 9

মাতার বিশেষ অবদান ও কষ্টের বিবরণ (গর্ভধারণ ও দুগ্ধ পান) 10

পিতা মাতার সাথে সদাচরণে কুরআনের পরিভাষা (যেমন: উফ না বলা) 12

অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও সীমানা 14

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির সাথে পিতা-মাতার সম্পর্কের বিশ্লেষণ 16

জিহাদ ও নফল ইবাদতের চেয়েও পিতা-মাতার সেবা কে প্রাধান্য দান 18

মাতার অধিকার তিনগুণ বেশি হওয়া সংক্রান্ত হাদিসের ব্যাখ্যা 20

জান্নাত লাভের অন্যতম সহজ মাধ্যম হিসেবে পিতামাতার সেবা 24

পিতামাতার অবাধ্যতার ইহকালীন ও পরকালীন ভয়াবহ পরিণতি 26

পিতামাতার জীবদ্দশায় করণীয় (ভরণপোষণ, চিকিৎসা ও মানসিক যত্ন) 29

বার্ধক্যে পিতামাতার বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা ও সন্তানের ভূমিকা 31

মৃত্যুর পর পিতামাতার জন্য করণীয় (দোয়া, ঋণ পরিশোধ ও অসিয়ত পূরণ) 33

পিতামাতার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়দের প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব 36

বর্তমান আধুনিক ও যান্ত্রিক সমাজে পিতামাতার অধিকার লঙ্ঘনের বাস্তব চিত্র 39

যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার গঠন: প্রবীণদের একাকীত্ব ও মানসিক সংকট 39

'বৃদ্ধাশ্রম' সংস্কৃতি একটি আধুনিক সামাজিক ব্যাধি ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি 40

(আকাশ সংস্কৃতি) সোশ্যাল মিডিয়া এবং পশ্চিমা সংস্কৃতি অন্ধ অনুকরণে পারিবারিক বন্ধন শিথিলতা 40

নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার অভাব এবং এর নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব 41

ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে সংকট নিরসন ও প্রতিকার..41

গবেষণার মূল সারসংক্ষেপ ও প্রাপ্ত ফলাফল..45

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা..46

দুটি শিক্ষনীয় গল্প..47

উপসংহার..56

রেফারেন্স:..56

ভূমিকা

মানুষের জীবনে পিতা-মাতা হলেন মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় নেয়ামতের মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর প্রতিটি সমাজ ও ধর্মে পিতা-মাতাকে সর্বোচ্চ সম্মানের আসন দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ইসলাম ধর্মে পিতা-মাতার সেবা করাকে জান্নাত পাওয়ার প্রধান মাধ্যম বলা হয়েছে। বর্তমান যান্ত্রিক সমাজে যেখানে মানুষের ব্যস্ততা বাড়ছে, সেখানে পিতা মাতার গুরুত্ব, তাঁদের অধিকার এবং ইসলামে তাদের যে ফজিলত বা পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই এই থিসিসের মূল লক্ষ্য।

গবেষণার পটভূমি

بسم الله الرحمن الرحيم

সবটু হামদ, প্রশংসা ও মহিমা কেবলই, সেই মহান রাব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি নিখিল বিশ্বজগতের একমাত্র স্রষ্টা, নিয়ন্তা ও প্রতিপালক। যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টির সেরা জীব বা "আশরাফুল মাখলুকাত" হিসেবে সম্মানিত করেছেন এবং আমাদের অস্তিত্বের পার্থিব মাধ্যম হিসেবে পিতা-মাতাকে মনোনীত করে তাদের অন্তরে মায়া ও মমতার এক অফুরন্ত ধারা জারি করে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

অসংখ সালাত, সালাম ও ভালোবাসার অবিরাম নজরানা বর্ষিত হোক মানবজাতির মুক্তি দিশারী। সৃষ্টির সেরা শিক্ষক আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহামদ (স.) এর প্রতি । যিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন এক সমাজকে আলোর পথ দেখিয়েছেন এবং বিশ্ববাসীকে পিতা-মাতার অনন্য মর্যাদা, অধিকার ও তাদের প্রতি সন্তানের সদাচরণের জীবন্ত শিক্ষা দিয়ে মানবতাকে সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত করেছেন।(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইসলামী জীবনদর্শনে তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাসের পরেই মানব সমাজে পিতা-মাতার স্থান ও মর্যাদাকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। ইসলাম পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্য ও সদাচরণ কেবল একটি সামাজিক বা নৈতিক দায়িত্বই নয় বরং সরাসরি আল্লাহর ইবাদতের সাথে যুক্ত এবং জান্নাত অর্জনের অন্যতম প্রধান শর্ত।পবিত্র কোরআনে আল্লাহ, নিজের ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়ার পরপরই পিতা-মাতার সাথে হইসান বা সদ্ব্যবহার করার আদেশ জারি করেছেন।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা আল ইসরার ২৩ নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে;

وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا

“এবং তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।”

.

সমস্যার বিবৃতি

ইসলামে অনুশাসন ও সমাজ ব্যবস্থায় পিতা-মাতাকে যে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া হয়েছে, বর্তমান আধুনিক যুগে তার বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং উদ্বেগজনক। বর্তমানে সমাজে পিতা-মাতাকে কেন্দ্র করে মূলত ৩টি প্রধান সংকট তৈরি হয়েছে, যা এই গবেষণার মূল চালিকাশক্তি:

প্রথমত

বর্তমান সমাজে পশ্চিমা ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রভাব এবং যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার গঠন করার প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। এর ফলে সন্তানরা নিজেদের ক্যারিয়ার এবং ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, বার্ধক্যের উপনীত পিতা-মাতার শারীরিক ও মানসিক যত্ন নেওয়ার মতো ন্যূনতম সময় তাদের কাছে থাকছে না।

দ্বিতীয়ত

পবিত্র কুরআনের যেখানে পিতা-মাতার প্রতি “উফ” শব্দ করতেও নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে বর্তমান সমাজে সামান্য পারিবারিক দ্বিমতের কারণে পিতা-মাতার সাথে কর্কশ ভাষায় কথা বলা বা তাঁদের অবহেলা করা একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে হৃদয়বিদারক বিষয় হলো, যে পিতা-মাতার নিজের জীবনের সমস্ত শ্রম ও স্বপ্ন দিয়ে সন্তানকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন, শেষ বয়সে সেই সন্তানরাই নিজেদের ঘরে স্থান না দিয়ে “বৃদ্ধাশ্রমে” পাঠিয়ে দিচ্ছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে বৃদ্ধাশ্রম এর চারদেয়ালে পিতা-মাতার অশ্রু বিসর্জন বর্তমান মুসলিম সমাজের জন্য একটি বড় কলঙ্ক ও নৈতিক পরাজয়।

তৃতীয়ত

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার সঠিক জ্ঞান এবং আখেরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতির তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। রাসূল (স.) যেখানে পিতা-মাতার অবাধ্যতা কে কবিরা গুনা বা মহাপাপ হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং এর দুনিয়াবী ও পরকালীন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। নির্দেশনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার এবং অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশের ফলে তারা পিতা-মাতার দোয়া ও সন্তুষ্টির অফুরন্ত ফজিলত এবং বরকত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, পিতা মাতার প্রতি অবহেলা কেবল একটি পারিবারিক সমস্যা নয় বরং এটি একটি গভীর সামাজিক রোগ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সংকট। কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কেন এবং কোন কোন মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক কারণে বর্তমান মুসলিম সমাজের পিতা-মাতার অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে তা গভীরভাবে অনুসন্ধান এবং চিহ্নিত করায় এই গবেষণার প্রধান সমস্যা ও উদ্দেশ্য।

গবেষণার উদ্দেশ্য

যেকোনো গবেষণার মূল চালিকাশক্তি হলো তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য।বর্তমান আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় এই ইসলামি শরীয়তের পরিমণ্ডলে পিতা-মাতার অধিকার ও ফজিলতকে সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়ে তোলায় এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সফলভাবে অর্জন করার জন্য নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঐশী নির্দেশনার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: পবিত্র কুরআনও বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থসমূহের অকাট্য দলিলের আলোকে পিতা-মাতার সুউচ্চ মর্যাদা, অধিকার এবং তাদের প্রতি সদাচারণ ঐশী নীতিমালাসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করা।

ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের মেলবন্ধন: সন্তানের পার্থিব জীবনের সুখ, শান্তি ও রিজিকের বরকত এবং পারলৌকিক মুক্তির ক্ষেত্রে (জান্নাত লাভ) পিতা-মাতার সন্তুষ্টি ও দোয়া প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক প্রভাব মূল্যায়ন করা।

সামাজিক সংকটের মনস্তাত্ত্বিক কারণ অনুসন্ধান: বর্তমান যান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাওয়া, নৈতিক অবক্ষয় এবং কোন কোন মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের কারণে পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা তৈরি হচ্ছে তা গভীরভাবে চিহ্নিত করা।

বৃদ্ধাশ্রম সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব পর্যালোচনা: আধুনিক ভোগবাদী সমাজে পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর ক্রমবর্ধমান প্রবৃত্তি এবং এর পিছনে পিছনে থাকা পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক সংকটগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা।

মূল্যবোধ পুনরুজীবনের পথনির্দেশ: সমাজ ও পরিবার থেকে পিতা-মাতার প্রতি উদাসীনতা দূরীকরণে ইসলামে নৈতিক শিক্ষা এবং পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করার বাস্তবসম্মত ও কার্যকর ধর্মীয় সমাধান প্রস্তাব করা।

আল্লাহর তাওহীদের পর পিতা মাতার আনুগত্যের ঐশী নির্দেশ

ইসলামী জীবনদর্শনে তাওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদের পরেই মানবসমাজে যার স্থান ও মর্যাদা সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন পিতা-মাতা। পবিত্র কুরআনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো মহান আল্লাহর রাব্বুল আলামিন যেখানেই নিজের ইবাদত ও আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন ঠিক তারপরই কোন ব্যবধান ছাড়া পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। এই ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে যে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পর মানবীয় সম্পর্কে মধ্যে পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া বান্দার জন্য সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

পবিত্র কোরআনের সূরা বনী ইসরাইলের ২৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহতায়ালা এই আনুগত্যের এই আদেশকে একটি চূড়ান্ত ফয়সালা হিসেবে ঘোষণা করেছেন:

وقض ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا.

''এবং তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।''

বিখ্যাত মুফাসসির হাফেজ ইবনে কাসীর (রাহি.) এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা এখানে নিজের ইবাদতের সাথে পিতা-মাতার প্রতি ইহসান বা সদ্ব্যবহার যুক্ত করে এটি স্পষ্ট করেছেন যে, আল্লাহর হকের পরেই বান্দার হকের মধ্যে পিতা মাতার হক সবচেয়ে অগ্রগণ্য।

অনুরূপভাবে সূরা লোকমানের ১৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে নিজের নামের সাথে পিতা মাতার নামকে একত্রিত করেছেন:

المصير واليك ولوالدي لي اشكر ان

“আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি ও মনে রেখো শেষ প্রত্যাবর্তন তো আমারই সমীকে।”

ইমাম কুরতুবী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহর নেয়ামতের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করা যেমন ফরজ তেমনি পিতামাতার অবদানের জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া ও সন্তানের ওপর সমান ভাবে ফরজ। এমনকি ইসলামী ফিকাহবিদদের মতে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করলো কিন্তু পিতা-মাতার প্রতি অকৃতজ্ঞ রইল আল্লাহর দরবারে তার ইবাদত কবুল হওয়ার যোগ্যতা হারায়।

ইসলামের পিতা-মাতার এই সর্বোচ্চ মর্যাদার পিছনে যুক্তি হলো- আল্লাহ হলেন মানুষের মূল সৃষ্টিকর্তা (Primary Creator) আর পিতা-মাতা হলেন পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব ও লালন-পালনের বাহ্যিক মাধ্যম (Secondary Cause) ।

শৈশবে যখন একটি শিশু সম্পূর্ণ অসহায় ও দুর্বল থাকে। তখন পিতা-মাতা নিজের সুখ, ঘুম ও আরাম বিসর্জন দিয়ে তাকে পরম যত্নে আগলে রাখেন পিতা মাতার এই নিঃস্বার্থ ত্যাগের কারণেই আল্লাহতায়ালা তাদের আনুগত্য ও সেবাকে ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

মাতার বিশেষ অবদান ও কষ্টের বিবরণ (গর্ভধারণ ও দুগ্ধ পান)

ইসলামের পিতা-মাতা উভয়ের প্রতি শব্দ ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হলেও মাতার অবদান ও ত্যাগের পরিধিকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে সন্তানকে পৃথিবীতে নিয়ে আসার পিছনে একজন মা যে অমানুষিক কষ্ট শারীরিক বিপর্যয় এবং মানসিক উদ্বেগের মধ্য দিয়ে যান পবিত্র কুরআন তার অত্যন্ত নিখুঁত ও সংবেদনশীল চিত্র তুলে ধরেছে একজন মায়ের এই অতুলনীয় আত্মত্যাগের কারণেই ইসলামে পিতার চেয়ে মাথা সম্মান ও অধিকার কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে

পবিত্র কুরআনের সূরা লোকমানের ১৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ মায়ের কষ্টের কথা উল্লেখ করে বলেন:

"أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ"

“তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার স্তন্যপান দু বছর লেগেছে।”

এই আয়াতে ব্যবহৃত আরবি শব্দ “ওয়াহনান আলা ওহানিন” এর অর্থ হল খিনের উপর ক্ষীনতা বা কষ্টের পর কষ্ট। বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম মুজাহিদ (রহ:) এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হল গর্ভধারণের পর থেকে সন্তান প্রসব পর্যন্ত দিন যত যায় যত অতিবাহিত হয়, মায়ের শারীরিক দুর্বলতা ক্লান্তি ও কষ্ট তত গুণ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অনুরূপভাবে, সুরা আহকাফের 15 নং আয়াতে মাতার এই কষ্টকে আরো সুনির্দিষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

”حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ“

“তার মা তাকে অতি কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টের সাথেই তাকে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্যপান ছাড়াতে লেগেছে ৩০ মাস।”

এই আয়াতে “কুরহান” শব্দটি ব্যবহার করে মায়ের দুটি প্রধান কষ্টের সময়কে চিন্তিত করা হয়েছে:

১.গর্ভধারণের দীর্ঘ নয় মাসের ধকল:

যখন মা নিজের শরীরের একটি অশক্তি বিলিয়ে দিয়ে গর্ভের সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখেন এই সময়ে তার খাওয়া ঘুমানো অপেরা চলাফেরা চরম বিপর্যয় নেমে আসে।

২. প্রসব বেদনা:

যা চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে মানুষের সহ্য ক্ষমতা সর্বোচ্চ সীমার সমান সন্তান প্রসবের সময় একজন মা আক্ষরিক অর্থেই জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যান এরপর শুরু হয় লালন পালনের আরেক অধ্যায় দুগ্ধ পান ও শৈশবের যত্ন সন্তান প্রসবের পর মা নিজের রক্তকে দুধে রূপান্তরিত করে সন্তানকে পান করানো টানা দুই তিরিশ মাসের একটি বড় অংশ সন্তানকে স্তন্যদান এবং রাতের পর রাত জেগে তাকে পরম মমতায় আগলে রাখার এই ঋণ কোন সন্তানের পক্ষেই শোধ করা সম্ভব নয়।

তাফসীরে ইবনে কাসিরে উল্লেখ আছে,একবার এক ব্যক্তি ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু এর কাছে এসে বললেন: “ আমি আমার মাকে পিঠে বহন করে কাবা শরীফ তাওয়াফ করিয়েছি। আমি কি মায়ের ঋণশোধ করতে পেরেছি? ” ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু

উত্তর দিলেন, “না, তুমি তোমার মায়ের প্রসবকালীন একটি দীর্ঘশ্বাসের বা একটি বেদনা ভিন্ন শোধ করতে পারোনি।”

সুতরাং, আল কোরআনের এই ঐশী বিবরণ স্পষ্ট করে যে, মায়ের এই অনন্য ও অতুলনীয় কষ্টের কারণে মায়ের অধিকারকে সর্বোচ্চ চূড়ায় আসীন করা হয়েছে,যা কোন সামাজিক বা মানবীয় আইনের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

পিতা মাতার সাথে সদাচরণে কুরআনের পরিভাষা (যেমন: উফ না বলা)

পবিত্র কুরআন কেবল পিতা মাতার প্রতি নগদের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তাদের সাথে দৈনন্দিন জীবনে কথা বলা, আচরণ করা এবং মানসিক ভাব বিনিময়ের সূক্ষ্মতম আদব বা পরিভাষাও নির্ধারণ করে দিয়েছে। বিশেষ করে বার্ধক্যে উপনীত পিতা-মাতার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বিবেচনা করে মহান আল্লাহ এমন কিছু শব্দের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন, যা পৃথিবীর অন্য কোন প্রাচীন বা আধুনিক নৈতিকতা শাস্ত্রে দেখা যায় না।

পবিত্র কুরআনে সূরা বনী ইসরাইলের (২৩ ও২৪) নম্বর আয়াতে এই সদাচরণের পরিভাষাগুলো অত্যন্ত চমৎকার ভাবে বিদৃত হয়েছে:

رْهُمَا وَقُل لَّهُمَا"إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَ
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا قَوْلًا كَرِيمًا -

“তাদের মধ্যে একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তুমি তাদের উদ্দেশ্যে “উফ” শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক ও দিও না, বরং তাদের সাথে সম্মান সূচক নম্র কথা বল। আর মমতা বসে তাদের প্রতি নম্রতার ডানা বিছিয়ে দাও এবং বল: হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা শৈশবে আমাকে পরম স্নেহে লালন পালন করেছিলেন”।

এই ঐশী নির্দেশনায় পাঁচটি অনন্য অনেক পরিভাষা ও শিষ্টাচার প্রকাশ পেয়েছে, যা নিম্নরূপ:

১. “উফ” না বলা:

আরবি অভিধানে ‘উফ’ এমন একটি শব্দ যা সামান্যতম বিরক্তি,অবজ্ঞা, ক্লান্তি বা নাসিকা কুঞ্চন প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। ইমাম ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ তার তাফসীরে লিখেছেন, যদি বিরক্তি প্রকাশের জন্য “উফ” শব্দের চেয়ে ছোট বা হালকা কোন শব্দ থাকতো তবে আল্লাহতালা সেটিও এখানে নিষেধ করতেন। অর্থাৎ বার্ধক্য জনিত কারণে পিতা-মাতা যদি কোন অসংলগ্ন আচরণ ও করেন, তবে সন্তানের মনে বা মুখে কোন ধরনের বিরক্তি প্রকাশ ঘটানো সম্পূর্ণ হারাম।

২. ধমক বা তিরস্কার না করা:

‘ওয়ালা তানহার হুমা’ আয়াতে ব্যবহৃত নাহর শব্দের অর্থ হল উচ্চস্বরে কথা বলা, ধমক দেওয়া বা অকর্ষ আচরণ করা। সন্তান যতই প্রভাবশালী বা উচ্চ পদের অধিকারী হোক না কেন পিতা-মাতার সামনে নিজের কণ্ঠস্বরকে সর্বদা নিচু রাখতে হবে এবং তাদের কোন কথার প্রতিবাদে কঠোর হওয়া যাবে না।

৩. সম্মানসূচক নম্র কথা বলা:

(কৌলান কারিমা) শব্দের অর্থ হলো অত্যন্ত মহৎ,ভদ্র, বিনীত ও মর্যাদাপূর্ণ বাণী । পিতা-মাতার সাথে কথা বলার সময় এমন শব্দ ও বাচনভঙ্গি চয়ন করতে হবে যাতে তাদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও ভালোবাসা প্রকাশ পায়।

৪. নম্রতার ডানা বিছিয়ে দেওয়া:

এটি কুরআনের একটি অসাধারণ রূপক মেটাফোর ব্যবহার। পাখি যেমন তার সন্তানদের পরম মমতায় ডানা দিয়ে ঢেকে রাখে, অথবা কোন শিকারী পাখির সামনে অন্য পাখি যেভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে ডানা গুটিয়ে নেয়; সন্তানকেও তার পিতা মাতার সামনে ঠিক সেভাবে নিজের অহংকার ও অহমিকা ত্যাগ করে সম্পূর্ণ বিনয়ী ও অনুগত হয়ে থাকতে হবে ।

৫.রহমতের দোয়া করা:
পিতা মাতার জন্য জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় দোয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সন্তানকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আজ শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী হলেও একসময় সে সম্পূর্ণ অসহায় ছিল এবং পিতা-মাতাই তাকে লালন-পালন করেছেন। তাই তাদের বার্ধক্যে আল্লাহর বিশেষ রহমত কামনা করা সন্তানের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

সুতরাং আল কোরআনের এই পরিভাষাগুলো প্রমাণ করে যে, ইসলামে পিতা- মাতার সেবা কেবল একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং আধ্যাত্মিক একটি ইবাদত।

অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও সীমানা

অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও সীমানা ইসলামী শরীয়তের একটি অনন্য ও ষড়যন্ত্র হল এটি পিতা-মাতার অধিকার কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রেমে আবদ্ধ রাখেনি সন্তান মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যদি তার পিতা-মাতা অমুসলিম কাফের মুশরিক বা কিতাবি হন, তবুও তাদের প্রতি সদাচরণ ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের নির্দেশ অপরিবর্তিত থাকে। ইসলামে বিশ্বাসের ভিন্নতা পারিবারিক ও মানবিক সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণ হতে পারে না। তবে এই ক্ষেত্রে শরীয়ত আনুগত্যের একটি সুনির্দিষ্ট সীমানা বা সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে।
পবিত্র কুরআনের সূরা লোকমানের ১৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ মুসলিম পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো একসাথে স্পষ্ট করে দিয়েছেন:

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا"-

“আর তারা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কোন বিষয়কে শরিক করার জন্য পীড়াপীড়ি (জিহাদ) করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সৎ ভাবে (উত্তম আচরণে) বসবাস করবে।”

এই আয়াতে মহান আল্লাহ দুটি প্রধান বিষয়ে অবতারণা করেছেন যা অমুসলিম পিতা-মাতার ক্ষেত্রে সন্তানের দায়িত্ব ও সীমানা নির্ধারণ করে:

১.আনুগত্যের সীমানা (যেখানে অমান্য করা বাধ্যতামূলক): যদি অমুসলিম পিতা-মাতা সন্তানকে ইসলাম ত্যাগ করতে, শিরক বা কুফুরি করতে অথবা শরীয়ত পরিপন্থী কোন পাপ কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করেন বা চাপ সৃষ্টি করেন, তবে সেই নির্দিষ্ট আদেশের ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। ইসলামী ফিকাহোর একটি সুপরিচিত নীতি হলো: “সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হয়ে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা জায়েজ নয়।” সুতরাং বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

২.সামাজিকও মানবিক দায়িত্ব (যেখানে সদাচরণ বাধ্যতামূলক): ধর্মীয় আদেশে অসম্মতি জানানোর অর্থ এই নয় যে পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে বা তাদের প্রতি কঠোর হতে হবে আয়াতের ব্যবহৃত(وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) অর্থ হল- দুনিয়া বা প্রার্থীর জীবনে তাদের সাথে সর্বোত্তম উপায়ে সহাবস্থান করা। এর ব্যবহারিক দিকগুলো হল:-

ভরণপোষণ ও চিকিৎসা:

পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও তাদের অন্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যবহার বহন করা সন্তানের ওপর ফরজ, যদি তারা অভাবে হন।

ভদ্রতা ও মানসিক শান্তি:

তাদের সাথে কথা বলার সময় কোন প্রকার ককর্ষ ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। তাদের সুখ- দুঃখে পাশে দাঁড়াতে হবে এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক স্বস্তি দিতে হবে।

হিদায়াতের জন্য দোয়া:

অমুসলিম পিতা-মাতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা নিষিদ্ধ হলেও, তারা জীবিত থাকা অবস্থায় তাদের হিদায়াত ও ইসলাম লাভের জন্য আল্লাহর কাছে ব্যাকুল ভাবে দোয়া করা সন্তানের অন্যতম বড় দায়িত্ব। এই আয়াতের শানে নুযুল বা পটভূমি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিখ্যাত সাহাবী সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহ যখন ইসলাম গ্রহণ

করেন, তখন তার মা বিনতে আবু সুফিয়ান চরম ক্ষুব্ধ হন এবং কসম করেন যে,- যতক্ষণ ইসলাম ত্যাগ না করবেন, ততক্ষণ তিনি কিছু আহার করবেন না এবং রোদে পড়ে থাকবেন। মায়ের এই অনশনের ফলে তার জীবন সংকট আপনন হয়ে পড়েছিল। সাদ রাদিয়াল্লাহু তার মাকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেছিলেন, “মা, আপনার যদি 100 টি প্রাণ ও থাকে আর তা তা একে একে বের হয়ে যায় তবুও আমি দিন ত্যাগ করবো না।” এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তালা উপরোক্ত আয়াত নাজিল করে সন্তানকে মায়ের শিরকের আদেশ অমান্য করার নির্দেশ দেন কিন্তু একই সাথে মায়ের প্রতি ব্যক্তিগত ও সামাজিক সদাচরণ অব্যাহত রাখার আদেশ দেন।
(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

সুতরাং আল-কুরআনের এই বিধানপ্রমাণ করে যে, ইসলাম চরণপন্থী কোন আদর্শ নয়। এটি বিশ্বাসের ভিন্নতা সত্ত্বেও পিতা-মাতার প্রতি মানবিক মর্যাদা ও রক্তের সম্পর্কের অধিকার কে সর্বোচ্চ সুরক্ষা প্রদান করে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির সাথে পিতা-মাতার সম্পর্কের বিশ্লেষণ

ইসলামী শরীয়তের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো একটি মানুষের নৈতিক আচরণকে সরাসরি পরকালীন জবাবদিহিতা ও ঐশী সন্তুষ্টির সাথে জুড়ে দিয়েছে। পিতা-মাতার সাথে সন্তানের ভালো বা মন্দ আচরণ কেবল একটি সামাজিক লৌকিকতা নয়, বরং এর ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্রোধ সরাসরি নির্ভর করে।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একাধিক হাদিস দ্বারা এটি প্রমাণিত যে একজন মুমিন বান্দা যতই ইবাদত বন্দেগী করুক না কেন তার পিতা-মাতা যদি তার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন তবে মহান আল্লাহ ও তার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন।

পিতা-মাতার সন্তুষ্টির সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির এই গভীর ও অবিচ্ছেদ সম্পর্ককে প্রকাশ করে সুনানে- তিরমিজি শরীফের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন:

“পিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই প্রতিপালকের (আল্লাহর) সন্তুষ্টি নিহিত এবং পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি নিহিত।” [তিরমিজি হাদিস নং 1899 সহি ইবনে হিব্বান হাদিস নং ৪২৯]

এই হাদিসে ব্যবহৃত প্রতিপালক শব্দটি শব্দটির তাৎপর্য গভীর। আল্লাহ তাআলা এখানে মানুষের ইবাদত কবুল হওয়া বা না হওয়ার শর্তটি পিতা-মাতার মানসিক অবস্থার উপর ঝুলিয়ে দিয়েছেন। মুহাদ্দিসিন ও ফিকাবিদদের মতে, হাদীসটিতে ‘পিতা’ শব্দ উল্লেখ থাকলেও এর দ্বারা পিতা-মাতা উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। কোন সন্তান যদি তার আচরণ, অবহেলা বা ককর্ষ কথার মাধ্যমে পিতা মাতাকে দুঃখ দেয় এবং তারা যদি মন থেকে সন্তানের উপর ক্ষুব্ধ হন, তবে সে সন্তান আল্লাহর চিরস্থায়ী ক্রোধের মুখোমুখি হয়।

ইসলামী আইন ও আকিদা শাস্ত্রে এই সম্পর্কে একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রয়েছে। মানুষ যত ইবাদত করে (যেমন: নামাজ, রোজা, হজ), তা হল ‘হক্কুলা’ বা আল্লাহর অধিকার। কিন্তু পিতা-মাতার সেবা হলো ‘হকুল ইবাদ’ বা বান্দার অধিকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে। আল্লাহ তায়ালা নিজের দয়ায় নিজের হক ক্ষমা করে দিতে পারেন, কিন্তু বান্দার হক-বিশেষ করে পিতা মাতার মন ভাঙ্গার অপরাধ ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করেন না যতক্ষণ না, পিতা-মাতা নিজ সন্তানকে ক্ষমা করে দেন।

ইমাম বাজার রহমাতুল্লাহ এবং আল হাকিম রাহমাতুল্লাহ একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কিছু মানুষের নেক আমল আল্লাহর দরবারে পৌঁছায় না। তিনি বলেন: “তিন ব্যক্তি এমন রয়েছে, যাদের ফরজ বা নফল কোন ইবাদতই আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না। তাদের মধ্যে একজন হল পিতা-মাতা অবাধ্য সন্তান।”

সুতরাং, আল-হাদিসের এই বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, পিতা-মাতার মনস্তাত্ত্বিক সন্তুষ্টি অর্জন করা সন্তানের জন্য কেবল একটি পূর্ণ নয়, বরং এটি তার সমস্ত ইবাদত কবুল হওয়ার অপরিহার্য পূর্ব শর্ত। পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট রেখে তাসবীহ-তাহলিন, দান- সদকা বা বাহ্যিক ধার্মিকতা আল্লাহর দরবারে সম্পূর্ণ মূল্যহীন।

জিহাদ ও নফল ইবাদতের চেয়েও পিতা-মাতার সেবা কে প্রাধান্য দান

ইসলামে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা এবং নফল ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত হওয়া মর্যাদার কাজ। কিন্তু শরীয়তের বিধান ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনির্দিষ্ট দিক- নির্দেশনা অনুযায়ী, বিশেষ পরিস্থিতিতে জিহাদ, হিজরত কিংবা অনন্য নফল ইবাদতের চেয়েও পিতা-মাতার ব্যক্তিগত সেবা ও তাদের মনস্তাত্ত্বিক স্বস্তি নিশ্চিত করাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি, যা প্রমাণ করে যে, ইসলামে পারিবারিক ও মানবিক দায়িত্ব পালন কে কতটা আবশ্যিক (ফরজ) করা হয়েছে। পিতা-মাতার সেবা যে জিহাদের চেয়েও বড় এবং অগ্রগণ্য তা আল বুখারী ও সহিহ আল মুসলিমের একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه في الجهاد فقال احياوال داك قال نعم قال ففيهما فجاهد

“এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার পিতা মাতা কি জীবিত আছেন?’ সে বলল, ‘হ্যাঁ’ জীবিত আছেন। তখন রাসুল সাঃ বললেন, ‘তাহলে তুমি তাদের সেবা করার মাধ্যমেই জিহাদের সাওয়াব অর্জনের চেষ্টা করো (অর্থাৎ তাদের মাঝেই তোমার জিহাদ) ।”
[সহি বুখারী হাদিস নং ৩০০০ সহীহ মুসলিম হাদিস 2549]

এই হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘ফাফিহিমা ফাজাহিদ’ পরিভাষাটি ব্যবহার করে স্পষ্ট করেছেন যে, বৃদ্ধ ও অসহায় পিতা-মাতার দেখভাল করা আল্লাহর রাস্তায় অস্ত্র হাতে লড়াই করার চেয়েও বড় আত্মত্যাগ এবং বড় ইবাদাত। জিহাদের পাশাপাশি হিজরতের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের উপরেও পিতা-মাতার অধিকার কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।
সুনানে আবু দাউদের একটি বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি থেকে হিজরত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে জিহাদে অংশ নেওয়ার বায়াত (শপথ)

নিতে চাইলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “ইয়েমেনে কি তোমার কেউ আছে?” সে বলল, “আমার পিতা-মাতা আছেন।” রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, “তারা কি তোমাকে আসার অনুমতি দিয়েছেন?” সে বলল, “না, অনুমতি দেননি।” তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আদেশ করলেন:

ارجع اليهما فاستاذ همن فان اذن لك فجاهد والا فبرهما

“তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের অনুমতি প্রার্থনা করো। যদি তারা তোমাকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দেন, তবেই কেবল জিহাদের শরিক হও, অন্যথায় তাদের সেবা ও সদ্ব্যবহার করতে থাকো।”

[সুনানে আবু দাউদ হাদিস নং ২৫৩০]

এমনকি পিতা- মাতাকে কাঁদিয়ে কোন নকল বা অনেক কাজ করা ইসলাম সমর্থন করে না। অন্য একটি হাদিসে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসুল সাঃ এর কাছে এসে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে আপনার কাছে হিজরতের বায়াত নিতে এসেছি।” রাসুল সাঃ তার এই কাজ পছন্দ করলেন না এবং বললেন, তুমি এখনই তাদের কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে ঠিক সেভাবে হাসাও (খুশি করো), যেভাবে তাদেরকে কাঁদিয়েছিলে।”

[সুনানে আবু দাউদ হাদিস ২৫২৮]

ফিকাহাবিদের মতে, যে জিহাদ ‘ফরজে আইন’ (সবার জন্য বাধ্যতামূলক লড়াই) নয়, বরং ‘ফরজে কেফায়া’ (নফল বা সাধারণ জিহাদ), সে জিহাদে পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া যাওয়া সন্তানের জন্য সম্পূর্ণ নাজায়েজ। একইভাবে, নিজের ঘরের অভাবী ও অসুস্থ পিতা-মাতাকে ফেলে রেখে দীর্ঘমেয়াদে নফল ইবাদত বা নফল চিল্লায় যাওয়া ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থী। পিতা মাতার সেবা হলো ফরজে আইন, আর নফল ইবাদত বা সাধারণ জিহাদ হল ফরজে কেফায়া বা নফল । ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী নফলের চেয়ে ফরজের গুরুত্ব মর্যাদা অপরিসীম।

সুতরাং, আল- হাদিসের এই প্রয়োগিক সিদ্ধান্তসমূহ প্রমাণ করে যে, পিতা-মাতার ও সেবা ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার এমন এক অবিচ্ছেদ অংশ, যা অন্য কোন ঐকিক বড় ইবাদতের অজুহাতেও অবহেলা করার সুযোগ নেই।

মাতার অধিকার তিনগুণ বেশি হওয়া সংক্রান্ত হাদিসের ব্যাখ্যা

ইসলামে পিতা-মাতা উভয়ের প্রতি সমান ভাবে সদ্যব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হলেও, ব্যবহারিক জীবন এবং অধিকারের ক্ষেত্রে মায়ের স্থানকে বাবার চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর পবিত্র সুন্নাহ ও হাদিস বর্ণনায় এর সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। মায়ের এই বিশেষ অগ্রাধিকার কোন লুঙ্গিক বৈষম্য নয়, বরং এটি তার অসীম ত্যাগ, শারীরিক কষ্ট এবং মনস্তাত্ত্বিক আত্মত্যাগের একটি অনন্য ঐশী ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি। মাতার এই তিন বোন বেশি অধিকারের বিষয়টি আল -বুখারী ও সহীহ মুসলিমের একটি বিখ্যাত সর্বজনীন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

الله عنه قال :جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :يا الل)ه رضي (هريرة
:أبي عن رسول الله، مَن أحقُّ الناس بحُسنِ صَحَابَتي؟ قال :»أُمُّكَ«، **قال :ثُمَّ مَن؟ قال**
.«أُمُّكَ«، **قال :ثُمَّ مَن؟ قال :»**أُمُّكَ« **,قال :ثُمَّ مَن؟ قال :»**أَبُوكَ«

“এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার থেকে সর্বোত্তম ব্যবহার (সদাচরণ) পাওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকারী কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তোমার মা’ । লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তারপর কে’? তিনি বললেন, ‘তোমার মা’। লোকটি আবারো জিজ্ঞেস করলেন ‘তারপর কে’? তিনি বললেন, ‘তোমার মা’ লোকটি চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘তারপর কে?’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বললেন, তোমার বাবা।”
[সহি বুখারী হাদিস নং ৫৯৭১ সহীহ মুসলিম হাদিস নং ২৫৪৮]

বিখ্যাত হাদিস বিশারদ ইমাম ইবনে বাত্তাল রহমাতুল্লাহ এবং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহ ফাতহুল বারী গ্রন্থের এই হাদিসের তাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যে মায়ের অধিকার পিতার চেয়ে তিনগুণ বেশি এর সুনির্দিষ্ট কারণ হলো সন্তানকে পৃথিবীতে নিয়ে আসা এবং গড়ে তোলার পেছনে মা এমন তিনটি বিশেষ কষ্ট এককভাবে সহ্য করেন যা বাবা কোন ভাবেই অংশীদার হতে পারেন না এই তিনটি কারণ হলো এক গর্ভধারণ প্রেগনেন্সি

১. গর্ভধারণ কাল (Pregnancy):

দীর্ঘ নয় মাস মা সন্তানকে নিজের পেটের মধ্যে বহন করেন, নিজের শারীরিক রক্ত ও পুষ্টি দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখেন এবং এর ফলে তাঁর শারীরিক কষ্টের সম্মুখীন হন।

২. প্রসব বেদনা (Childbirth):

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় মা যে তীব্র ও অসহনীয় প্রসব বেদনা সহ্য করেন, যা আক্ষরিক অর্থেই জীবন-মৃত্যুর এক কঠিন লড়াই।

৩. দুগ্ধপান ও শৈশবের লালন-পালন (Breastfeeding and Nursing):

সন্তান জন্মের পর টানা দুই বছর মা নিজের ঘুম, আরাম বিসর্জন দিয়ে বুকের দুধ পান করান এবং অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে তার মলমূত্র পরিষ্কারসহ সার্বিক যত্ন নেন।

৪.ভরণপোষণ, শিক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া (Providing maintenance, education and social security):

যেখানে বাবার ভূমিকা প্রধান। যেহেতু প্রথম তিনটি মৌলিক এবং জীবনসংহারী কষ্ট মা একাই সহ্য করেছেন এবং চতুর্থ কষ্টটিতে বাবা শরিক হয়েছেন, তাই রসূল (স.) অনুপাতে মায়ের নাম তিনবার এবং বাবার নাম একবার উল্লেখ করেছেন। ইসলামী ফিকাহবিদদের মতে, এই হাদীসের প্রায়োগিক দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি কখনো বাবা এবং মা একই সাথে সময়ে সন্তানের কাছে কোনো বৈধ সাহায্য বা সেবা প্রার্থনা করেন এবং সন্তানের পক্ষে একইসাথে দুইজনের আদেশ পালন করা সম্ভব না হয়, তবে সন্তান প্রথমে মায়ের আদেশ বা সেবাকে অগ্রাধিকার দেবে।

সুতরাং, আল-হাদীসের এই বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম মাকে কেবল একটি পারিবারিক চরিত্র হিসেবে দেখেনি, বরং তাঁর ত্যাগকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে সমাজ ব্যবস্থার সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

বাবার মর্যাদা ও কর্তৃত্ব

ইসলামী জীবনদর্শনে মায়ের অনন্য ও অগ্রাধিকারমূলক মর্যাদার পাশাপাশি বাবার সম্মান,গুরুত্ব ও পারিবারিক কর্তৃত্বের কর্তৃত্বকে অত্যন্ত সুউচ্চ আসনে বসানো হয়েছে। মা যেমনসন্তানের স্নেহের ছায়া, বাবা তেমনি সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা ও শক্তির প্রতীক। মায়েরসেবা করার তাগিদ যেমন বেশি, তেমনি বাবার অবাধ্যতা বা তাঁকে অসন্তুষ্ট রেখে জান্নাতেপ্রবেশ করা অসম্ভব। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আইনগত ক্ষেত্রে সন্তানের ওপর বাবার বিশেষ কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে ইসলাম।

জান্নাতের সর্বোত্তম মধ্যবর্তী দরজা

রসূল (স.) বাবাকে জান্নাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রধানতম প্রবেশদ্বার হিসেবে ঘোষণা করেছেন।হাদীসে এসেছে—

হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রসূল (স.)-কে বলতে শুনেছি: "পিতা হলেন জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা, সর্বোত্তম দরজা। এখন তোমার ইচ্ছা, তুমি চাইলে (তাঁর অবাধ্য হয়ে) এই দরজাটি ধ্বংস করে দিতে পারো, অথবা (তাঁর আনুগত্য করে) এটি সংরক্ষণ করতে পারো।"

[সুনানে তিরমিযি, হাদীস নং- ১৯০০; সুনানে ইবনে মাজাহ- হাদীস নং- ৩৬৬৩]

সন্তানের জান ও মালে বাবার অধিকার

কেবল সম্মান বা শ্রদ্ধার দিক থেকেই নয়, বরং সন্তানের উপার্জিত সম্পদের ওপরও বাবার একটি বিশেষ নৈতিক ও ফিকহী অধিকার রয়েছে।এক ব্যক্তি রসূল (স.)-এর দরবারে এসে তাঁর সম্পদ ও বাবার ব্যাপারে অভিযোগ করলে রসূল (স.) এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত দেন:
হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বললো, "হে আল্লাহর রসূল! আমার সম্পদ ও সন্তান রয়েছে, কিন্তু আমার বাবা আমার সম্পদ থেকে নিতে চান, তখন রসূল (স.) ইরশাদ করলেন: 'তুমি এবং তোমার উপার্জিত সম্পদ— উভয়ই তোমার বাবার।"

[সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ২২৯১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ৬৯০৭]

ইসলামী ফিকাহবিদদের মতে, এই হাদীসের মূল তাৎপর্য হলো— বাবা যদি অভাবী বা বৃদ্ধ হন, তবে সন্তানের সম্পদ থেকে নিজের প্রয়োজন পূরণ করার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁর রয়েছে এবং সন্তানকে তাঁর সম্পদের মায়া ত্যাগ করে বাবার প্রয়োজনকে সবার আগে মূল্যায়ন করতে হবে।

বাবার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি

সন্তান যত বড় ইবাদতকারীই হোক না কেন, তাঁর ওপর যদি তাঁর বাবা অসন্তুষ্ট থাকেন, তবে মহান আল্লাহও তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হন। হাদীসে এসেছে,
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (স.) ইরশাদ করেছেন: "পিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত এবং পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত।"

[সুনানে তিরমিযি, হাদীস- ১৮৯৯; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস- ৪২৯]

বাবার দোয়ার অমোঘ শক্তি

পারিবারিক চালিকাশক্তি হিসেবে বাবার অন্তরের দোয়ার মাঝে কোনো পর্দা থাকে না। রসূল (স.) স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন:
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (স.) ইরশাদ করেছেন:
"তিনটি দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল হয়— মাজলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং সন্তানের জন্য পিতার দোয়া (বা বদদোয়া)।"
[সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ১৫৩৬; সুনানে তিরমিযি, হাদীস নং- ১৯০৫]

সুতরাং মায়ের তিনগুণ বেশি মর্যাদার ঠিক পরেই বাবার এই অর্থনৈতিক ও পারিবারিক কর্তৃত্বের আলোচনা এটিই প্রমাণ করে যে, ইসলাম একটি নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ পারিবারিক কাঠামো গঠন করতে চায়। মা যেখানে সন্তানকে গর্ভে ধারণ, স্নেহ ও মমতা দিয়ে আগলে রাখেন, বাবা সেখানে নিজের রক্ত পানি করা পরিশ্রম, ত্যাগ ও অভিভাবকত্ব দিয়ে সন্তানকে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখান। তাই সন্তানের উচিত নিজের উপার্জিত সম্পদ বা সামাজিক প্রতিপত্তিকে নিজের একচ্ছত্র অধিকার মনে না করে, তাতে বৃদ্ধ বাবার কর্তৃত্ব ও অধিকারকে সানন্দে ও পরম শ্রদ্ধার সাথে স্বীকৃতি দেওয়া।

জান্নাত লাভের অন্যতম সহজ মাধ্যম হিসেবে পিতামাতার সেবা

ইসলামী জীবনদর্শনে পিতামাতার সেবা করা কেবল একটি নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি পরকালীন চিরস্থায়ী সুখের স্থান জান্নাত লাভের সবচেয়ে সহজ ও প্রধানতম মাধ্যম। মহান আল্লাহ তাআলা পিতামাতাকে সন্তানের জন্য জান্নাত অর্জনের চাবিকাঠি বানিয়ে দিয়েছেন। রসূল (স.) এর অসংখ্য হাদীসে পিতামাতার খেদমতের মাধ্যমে জান্নাত নিশ্চিত করার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

পিতামাতা হলেন জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা

জান্নাতে প্রবেশের অনেকগুলো দরজা রয়েছে, তার মধ্যে পিতামাতার সেবা হলো সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও সহজতম দরজা। হাদীস শরীফে এসেছে:
আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল (স.)-কে বলতে শুনেছি:
"পিতা হলেন জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমার ইচ্ছা, তুমি চাইলে (তাঁর অবাধ্য হয়ে) এই দরজাটি ধ্বংস করে দিতে পারো, অথবা (তাঁর আনুগত্য করে) এটি সংরক্ষণ করতে পারো।"

[সুনানে তিরমিযি, হাদীস নং ১৯০০; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ৩৬৬৩]

বৃদ্ধ পিতামাতাকে পেয়েও জান্নাত না পাওয়ার দুর্ভাগ্য

পিতামাতা যখন বার্ধক্যে পৌঁছান, তখন তাঁদের সেবা করার সুযোগ পাওয়া সন্তানের জন্য একটি মহৎ সৌভাগ্য। এই সুযোগ পেয়েও যে সন্তান নিজের জান্নাত নিশ্চিত করতে পারলো না, রসূল (স.) তাকে চরম হতভাগা বলে ঘোষণা করেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,
আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজী (স.) ইরশাদ করেছেন :
"তার নাক ধূলিধূসরিত হোক (সে ধ্বংস হোক), তারপর তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, তারপর তার নাক ধূলিধূসরিত হোক।" জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! সে কে? তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি তার পিতামাতা উভয়কে অথবা যেকোনো একজনকে বার্ধক্যাবস্থায় পেল, অথচ (তাঁদের সেবা করে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।"

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৫৫১]

মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত

সন্তানের জান্নাত লাভের ক্ষেত্রে মায়ের মর্যাদা ও অধিকারকে ইসলাম অনন্য উচ্চতায় স্থান দিয়েছে। মায়ের সেবা করাকে সরাসরি জান্নাত পাওয়ার সমার্থক বলা হয়েছে। হাদীসে এসেছে,

মুয়াবিয়া ইবনে জাহিমা আস-সালামী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রসূল (স.)-এর দরবারে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমি জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি এবং আপনার কাছে পরামর্শ নিতে এসেছি।" রসূল (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মা কি জীবিত আছেন?" সে বলল, "হ্যাঁ"। তখন রসূল (স.) বললেন: "তুমি তাঁর সেবায় লেগে থাকো, কেননা তাঁর পায়ের নিচেই রয়েছে জান্নাত।"

[সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং- ৩১০৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ১৫৫৭৭]

সুতরাং, ইসলামী শরীয়তের এই নির্দেশনাগুলো প্রমাণ করে যে, একজন মুমিন বান্দার জন্য জান্নাত খোঁজার দূর-দূরান্তে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। নিজের ঘরে অবস্থানরত পিতা-মাতার সন্তুষ্টি ও সেবাই তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে দিতে পারে। বার্ধক্যে পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক চাহিদা পূরণ করার মাধ্যমেই একজন মুসলমান দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বোত্তম কল্যাণ ও সৌভাগ্য লাভ করতে পারে।

পিতামাতার অবাধ্যতার ইহকালীন ও পরকালীন ভয়াবহ পরিণতি

ইসলামী শরীয়তে পিতামাতার অবাধ্যতা বা তাঁদের প্রতি অসদাচরণ করাকে কেবল একটি সামাজিক অপরাধ বা নৈতিক অবক্ষয় হিসেবে দেখা হয়নি, বরং একে শরীয়তের পরিভাষায় 'উকূকুল ওয়ালিদাইন' (عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ) বলা হয়, যা অন্যতম মহাপাপ বা 'কবিরা গুনাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত।

রসূল (স.)-এর একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, পিতামাতার অবাধ্য সন্তানের ইহকালীন জীবন যেমন অভিশপ্ত ও সংকটাপন্ন হয়, তেমনি পরকালীন জীবনেও তার জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি।

শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ

সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে রসূল (স.) মহাপাপসমূহের তালিকায় পিতামাতার অবাধ্যতাকে দ্বিতীয় স্থানে রেখেছেন। হযরত আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (স.) তিনবার বললেন:

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا :بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ .قَالَ :الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ.

"আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহসমূহ সম্পর্কে অবহিত করব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শরিক করা এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া।"

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৭৬; সহীহ মুসলিম, হাদীসন নং ৮৭]

দুনিয়াতেই নগদ শাস্তি (ইহকালীন পরিণতি)

সাধারণত অন্য সব পাপের শাস্তি মহান আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত স্থগিত রাখতে পারেন এবং আখেরাতে তার বিচার করবেন। কিন্তু পিতামাতার অবাধ্যতার বিষয়টি এতটাই সংবেদনশীল যে, আল্লাহ তায়ালা এর শাস্তি আখেরাতের পাশাপাশি দুনিয়াতেই নগদ দিয়ে দেন।

সুনানে আল-কুবরা (বায়হাকী) এবং মুস্তাদরাক আল-হাকিম-এ বর্ণিত একটি সহীহ হাদীসে রাসূল (সা.)-ইশ ইরশাদ করেছেন:

يُؤَخِّرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي كُلُّ الذُّنُوبِ الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ .

"আল্লাহ তায়ালা সবগুনাহের শাস্তি ইচ্ছা করলে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত বিলম্বিত করতে পারেন, কিন্তু পিতামাতার অবাধ্যতার ব্যতিক্রম। নিশ্চয়ই আল্লাহ অবাধ্য সন্তানকে মৃত্যুর পূর্বেই দুনিয়ার জীবনে তার শাস্তি দ্রুত আস্বাদন করান।"

[মুস্তাদরাক আল-হাকিম, হাদীস নং ৭৩৪৫; বায়হাকী, হাদীস নং ৭৩২৯]

বাস্তব সমাজেও দেখা যায়, যে সন্তান তার পিতামাতাকে কষ্ট দেয়, সে নিজে তার নিজের সন্তানদের কাছ থেকে অবহেলা পায় এবং তার জীবন নানা পারিবারিক ও অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত হয়।

ইবাদাত কবুল না হওয়া এবং জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া (পরকালীন পরিণতি)

পিতামাতার অবাধ্য সন্তানের কোনো ফরজ বা নফল ইবাদতই আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না এবং তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। সুনানে আন-নাসায়ী-তে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূল (সা.) স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন:

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ :الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ.....

"তিন শ্রেণীর মানুষের দিকে মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না: পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের বেশধারী নারী এবং দাইয়ূস। এবং তিন শ্রেণীর মানুষ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না: পিতামাতার অবাধ্য সন্তান...."
[সুনানে নাসায়ী হাদীস নং ২৫৬২]

মুহাদ্দিসগণের মতে, পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট রেখে হজ্ব, ওমরাহ, তাহাজ্জুদ কিংবা জিকির-আজকার করে আখেরাতে মুক্তি পাওয়ার কোনো পথ নেই। অবাধ্যতার এই গুনাহ মানুষের আমলনামাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়।

সুতরাং, আল-হাদীসের এই সুনির্দিষ্ট ও কঠোর সতর্কবাণীসমূহ প্রমাণ করে যে, পিতামাতার অধিকার ক্ষুণ্ন করা কেবল একটি সামাজিক ত্রুটি নয়, বরং এটি পরকালের

চিরস্থায়ী ধ্বংসের কারণ। একজন মুমীনের জন্য পিতামাতার অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা ঈমান রক্ষার মতোই জরুরী।

পিতামাতার জীবদ্দশায় করণীয় (ভরণপোষণ, চিকিৎসা ও মানসিক যত্ন)

ইসলামে পিতামাতার অধিকারকে কেবল মুখে সম্মান বা তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাঁদের জীবদ্দশায় সন্তানের ওপর কিছু অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট, ব্যবহারিক ও আইনগত দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। পিতামাতা যখন বার্ধক্যে উপনীত হন এবং নিজেরা উপার্জন বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন, তখন সন্তানের দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
ইসলামী ফিকাহ ও সমাজবিজ্ঞানের আলোকে এই দায়িত্বগুলোকে প্রধানত তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়: আর্থিক ভরণপোষণ, চিকিৎসাসেবা এবং মানসিক বা মনস্তাত্ত্বিক যত্ন।

১. আর্থিক ভরণপোষণ (Financial Maintenance):
পিতামাতা যদি অভাবী বা উপার্জনহীন হন, তবে সন্তানের সামর্থ্য থাকা সাপেক্ষে তাঁদের সম্পূর্ণ ভরণপোষণের (অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান) দায়িত্ব নেওয়া সন্তানের ওপর আইনগত আইনত ও ধর্মীয়ভাবে ফরজ (আবশ্যিক)। ইসলামী ফিকাহর একটি সুপরিচিত নীতি হলো, সন্তানের সম্পদ মূলত পিতামাতারই সম্পদের অংশ। সুনানে আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে অভিযোগ করল যে, তার পিতা তার সম্পদ নিয়ে নিতে চান। তখন রাসূল (সা.) লোকটিকে ডেকে তাঁর ঐতিহাসিক বাণীটি ইরশাদ করলেন:—

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

"তুমি এবং তোমার সমস্ত সম্পদ তোমার পিতারই।"

[সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২২৯১]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ফিকাহবিদগণ একমত হয়েছেন যে, পিতামাতার প্রয়োজনে সন্তানের সম্পদ ভোগ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। সন্তান নিজের স্ত্রী-সন্তানদের জন্য যেভাবে খরচ করে, ঠিক একইভাবে কোনো প্রকার খোঁটা বা অবহেলা ছাড়া পিতামাতার মৌলিক চাহিদা পূরণ করা তার প্রধান ব্যবহারিক কর্তব্য।

২. চিকিৎসাসেবা (Medical Care):

বার্ধক্যের অন্যতম অনুষঙ্গ হলো শারীরিক অসুস্থতা ও রোগ-ব্যাধি। এই সময়ে পিতামাতার নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ঔষধপত্র ক্রয় এবং সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সন্তানের দায়িত্ব। অনেক সময়ে বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতা নিজের কষ্টের কথা সন্তানকে বলতে দ্বিধাবোধ করেন, তাই সন্তানকে নিজ দায়িত্বে তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে হবে। হাদীস শরীফে অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করার যে বিশাল সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে, তা যদি নিজের পিতামাতা হন, তবে তার মর্যাদা আল্লাহর কাছে আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তাঁদের অসুস্থতায় বিরক্ত না হয়ে পরম ধৈর্যের সাথে সেবা শুশ্রূষা করাই হলো প্রকৃত ইবাদাত।

৩. মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক যত্ন (Psychological Care):

ভরণপোষণ ও চিকিৎসার চেয়েও বার্ধক্যে পিতামাতার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় সন্তানের একটু সময়, মনোযোগ এবং মানসিক স্বস্তি। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ একাকীত্ব ও একধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। পবিত্র কুরআনে যে বলা হয়েছে— "তাঁদের উদ্দেশ্যে 'উফ' শব্দটিও বলো না," এটি মূলত তাঁদের মানসিক সুরক্ষার জন্যই বলা হয়েছে।

মানসিক যত্নের ব্যবহারিক দিকগুলো হলো:

* **সময় দেওয়া:** শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও প্রতিদিন নিয়ম করে পিতামাতার পাশে বসা, তাঁদের সাথে গল্প করা এবং তাঁদের সুখ-দুঃখের কথা শোনা।

* **পরামর্শ নেওয়া:** পারিবারিক যেকোনো সিদ্ধান্তে (এমনকি সন্তান নিজে স্বাবলম্বী

হলেও) পিতামাতার মতামত বা পরামর্শ নেওয়া। এতে তাঁরা নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিত মনে করেন।

* **কণ্ঠস্বর নিচু রাখা:** তাঁদের সামনে কথা বলার সময় অহংকার বা উচ্চকণ্ঠ পরিহার করে অত্যন্ত বিনীত ও নরম সুরে কথা বলা।

সুতরাং, পিতামাতার জীবদ্দশায় এই ব্যবহারিক দায়িত্বগুলো পালন করার মাধ্যমেই একজন সন্তান প্রকৃত মুমীন এবং একজন সুনাগরিক হিসেবে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এটি কেবল একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং পরকালীন মুক্তির এক অবধারিত চাবিকাঠি।

বার্ধক্যে পিতামাতার বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা ও সন্তানের ভূমিকা

মানব জীবনের শেষ পর্যায় বা বার্ধক্য হলো এমন একটি সময় যা শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের কারণে অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, বার্ধক্যে পৌঁছালে মানুষের আচরণ ও মনস্তত্ত্ব শিশুদের মতো কোমল ও জেদি হয়ে যায়। এই সময়ে পিতামাতার কেবল অন্ন, বস্ত্র বা চিকিৎসার মতো বাহ্যিক চাহিদাই থাকে না, বরং তাঁদের কিছু গভীর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা তৈরি হয়।
ইসলামী শরীয়তে এই মনস্তাত্ত্বিক চাহিদাগুলোকে চিহ্নিত করে সন্তানের জন্য বিশেষ ভূমিকা নির্ধারণ করেছে।

১. বার্ধক্যে পিতামাতার প্রধান মনস্তাত্ত্বিক চাহিদাসমূহ:
বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলে পিতামাতার মনে সাধারণত কয়েকটি মানসিক পরিবর্তন ও চাহিদা দেখা দেয়:

***একাকীত্ব ও অবহেলার ভয়:** কর্মময় জীবন থেকে অবসর নেওয়া এবং সমবয়সী মানুষের অভাবের কারণে বৃদ্ধরা তীব্র একাকীত্বে ভোগেন। তাঁরা ভয় পান যে, সন্তানরা হয়তো তাঁদের সমাজে বা পরিবারের 'বোঝা' মনে করছে।

* **অসহায়ত্ব ও পরনির্ভরশীলতার গ্লানি:** সারা জীবন যাঁরা পরিবারকে আগলে রেখেছেন, বার্ধক্যে এসে অন্যের উপর নির্ভর করতে গিয়ে তাঁরা একধরনের হীনমন্যতায় ভোগেন।

* **স্মৃতিচারণ ও মনোযোগ আকর্ষণের আকাঙ্ক্ষা:** বৃদ্ধ বয়সে মানুষ অতীতের কথা বারবার বলতে পছন্দ করে। তাঁরা চান সন্তান বা নাতি-নাতনিরা যেন তাঁদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং তাঁদের অতীত অবদানের স্বীকৃতি দেয়।

* **আবেগের অতিসংবেদনশীলতা:** এই বয়সে সামান্য অবহেলা বা কর্কশ কথা তাঁদের হৃদয়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। অনেক সময় সন্তানরা স্বাভাবিক সুরে কথা বললেও তাঁরা মনে করে তাঁদের ধমক দেওয়া হচ্ছে।

২. সন্তানের মনস্তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ভূমিকা:

পিতামাতার এই মানসিক নাজুকতার সময়ে সন্তানের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত, তা পবিত্র কুরআনের সূরা বনি ইসরাঈলের ২৪ নম্বর আয়াতের এই পরিভাষাটি দিয়ে সবচেয়ে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়— "ও আখফিজ লাহুমা জানাহায যুল্লি মিনার রাহমাহ" (অর্থাৎ 'মমতাবশে তাঁদের প্রতি নম্রতার ডানা বিছিয়ে দাও') ।
এই নির্দেশনার আলোকে সন্তানের করণীয় ভূমিকাগুলো নিম্নরূপ:

* **সক্রিয় শ্রোতা হওয়া:** পিতামাতা যখন এক কথা বারবার বলেন বা পুরনো স্মৃতিচারণ করেন, তখন বিরক্ত না হয়ে আনন্দের সাথে তা শোনা। তাঁদের সাথে কথা বলার সময় মোবাইল বা অন্য কাজে ব্যস্ত না থেকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া।

* **সম্মান ও গুরুত্ব ধরে রাখা:** পরিবারের ছোট-বড় যেকোনো সিদ্ধান্ত বা পরামর্শের ক্ষেত্রে পিতামাতাকে অন্তর্ভুক্ত করা। তাঁদের মতামতকে প্রাধান্য দিলে তাঁরা মানসিকভাবে নিজেদের এখনো পরিবারের 'অভিভাবক' ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করেন।
* **ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ:** বার্ধক্যের কারণে যদি তাঁরা কখনো খিটখিটে মেজাজ দেখান

বা অযৌক্তিক কোনো আবদার করেন, তবে সন্তানের উচিত নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা। কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী কোনোভাবেই পাল্টা যুক্তি বা কর্কশ ভাষায় উত্তর না দিয়ে হাসিমুখে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া।

* **নাতি-নাতনিদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি:** সন্তান হিসেবে নিজের সন্তানদের (নাতি-নাতনি) দাদু-দাদির কাছে বেশি সময় কাটানোর সুযোগ করে দেওয়া। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, নাতি-নাতনিদের সান্নিধ্য বৃদ্ধ মানুষের মানসিক অবসাদ ও একাকীত্ব দূর করার সবচেয়ে বড় থেরাপি।

পিতামাতার এই মনস্তাত্ত্বিক যত্ন নেওয়া কেবল নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি একটি সর্বোচ্চ স্তরের ইবাদত। কারণ, একজন সন্তান যখন তার বৃদ্ধ পিতামাতাকে মানসিক স্বস্তি ও আনন্দ দেয়, তখন সে মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টির পথকেই সুগম করে।

মৃত্যুর পর পিতামাতার জন্য করণীয় (দোয়া, ঋণ পরিশোধ ও অসিয়ত পূরণ)

ইসলামী জীবনদর্শনে পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব কেবল তাঁদের জীবিত থাকা অবস্থাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং পিতামাতার মৃত্যুর পর সন্তানের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। পিতামাতা দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর কবরজগতে (বরজখে) তাঁদের রূহের মাগফিরাত, সাওয়াব পৌঁছানো (ঈসালে সাওয়াব) এবং তাঁদের রেখে যাওয়া সামাজিক সম্পর্কগুলো টিকিয়ে রাখা সন্তানের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় কর্তব্য।

১. পিতামাতার জন্য মাগফিরাত ও দোয়ার গুরুত্ব:

পিতামাতার মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সন্তানের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। সন্তান যখন আন্তরিকভাবে দোয়া করে, তখন মৃত পিতামাতার কবরের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

কুরআনি দোয়া: মহান আল্লাহ তায়ালা সন্তানদের পিতামাতার জন্য এভাবে দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন:

رَّبِّ ارْحَمْهُ مَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে তাঁরা শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।" [সূরা ইসরা – আয়াত: ২৪]

মর্যাদা বৃদ্ধি:

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন :
"জান্নাতে কোনো ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হলে সে জিজ্ঞেস করে, 'এটা কীভাবে হলো?' তখন বলা হয়, 'তোমার মৃত্যুর পর তোমার সন্তানের তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার (ইস্তিগফারের) কারণে'।"

[সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং – ৩৬৬০]

২. ঋণ পরিশোধ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার:

ইসলামী শরীয়তে মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো তাঁর রেখে যাওয়া ধার-দেনা বা ঋণ দ্রুত পরিশোধ করা। পিতামাতা যদি কারো কাছে ঋণী থাকেন, তবে তাঁদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি মীরাস বণ্টন করার আগেই সেই সম্পদ থেকে ঋণ শোধ করতে হবে। যদি তাঁর কোনো সম্পদ রেখে নাও যাওয়া হয়, তবুও সন্তানের উচিত নিজেদের অর্থ দিয়ে পিতামাতাকে ঋণমুক্ত করা।

হাদীসেরহুঁশিয়ারী:

রাসূল (সা.) বলেছেন,
"মুমীনের আত্মা তার ঋণের সাথে ঝুলন্ত থাকে, যতক্ষণ না তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করা হয়।"

[সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং: ১০৭৮]

ঋণমুক্তির গুরুত্ব: রাসূল (সা.) নিজে কোনো ঋণী ব্যক্তির জানাজা পড়াতেন না, যতক্ষণ না কেউ তার ঋণের দায়ভার গ্রহণ করত। তাই পিতামাতাকে পরকালীন শাস্তি থেকে বাঁচাতে সন্তানের প্রথম কাজই হলো তাঁদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করা।

৩. অসিয়ত পূরণ:
পিতামাতা যদি মৃত্যুর আগে কোনো বৈধ অসিয়ত (যেমন কোনো ভালো কাজে বা এতিমখানায় সম্পদ দান করার ইচ্ছা) করে যান, তবে তা পূরণ করা সন্তানদের জন্য ওয়াজিব বা আবশ্যক।

শরীয়তের সীমা:
ইসলামী আইন অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি তার মোট সম্পত্তির সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অংশ অসিয়ত করে যেতে পারেন। সন্তানরা পিতামাতার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে এই অসিয়ত সবার আগে পূরণ করবে।

কুরআনের নির্দেশনা:
পবিত্র কুরআনে মীরাস বা সম্পত্তি বণ্টনের নিয়ম স্পষ্ট বলা হয়েছে:
"তাঁদের কৃত অসিয়ত পূরণ করার পর অথবা ঋণ পরিশোধ করার পর।"
[সূরা নিসা, আয়াত – ১১]

৪. কাযা ইবাদাত ও মানত পূরণ:
পিতামাতা যদি কোনো মানত করে যান বা তাঁদের কোনো ফরজ ইবাদত (যেমন: হজ) বাকি থাকে আর তারা তা পূরণের অসিয়ত বা সামর্থ্য রেখে যান, তবে সন্তানের দায়িত্ব তা আদায় করা।

হজের কথা:
এক নারী রাসূল (সা.) এর কাছে এসে বললেন,

"আমার মা হজের মানত করেছিলেন, কিন্তু আদায়ের আগেই মারা গেছেন, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ করতে পারি?"
রাসূল (সা.) বললেন,
" হ্যাঁ, তাঁর পক্ষ থেকে হজ করো। তোমার মায়ের ওপর যদি কোনো ঋণ থাকতো, তবে কি তুমি তা শোধ করতে না? সুতরাং আল্লাহর ঋণ শোধ করো, কারণ আল্লাহর পাওনা শোধ করার অধিকার বেশি।"
[সহীহ বুখারী, হাদীস - ১৮৫২]

সুতরাং, পিতামাতার মৃত্যুর পর কেবল মুখে আফসোস না করে তাঁদের আত্মার শান্তির জন্য কাজ করাই প্রকৃত ভালোবাসার প্রমাণ। ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে তাঁদের দায়মুক্ত করা, অসিয়ত পূরণের মাধ্যমে তাঁদের শেষ ইচ্ছা রক্ষা করা এবং প্রতিনিয়ত দোয়ার মাধ্যমে তাঁদের কবরে সাওয়াব পৌঁছানোই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা।

পিতামাতার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়দের প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব

১. পিতামাতার বন্ধুদের প্রতি সদাচরণ করা সর্বোচ্চ নেক আমল:
ইসলামে পিতামাতার বন্ধুদের সম্মান করা ও তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখাকে সন্তানের জন্য অন্যতম প্রধান শ্রেষ্ঠ পুণ্য বা 'আব্রাল বিররি' (সর্বোত্তম সদাচরণ) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পিতামাতা দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরও তাঁদের বন্ধুদের খোঁজখবর নেওয়া সন্তানের নৈতিক দায়িত্ব।
হাদীসে এসেছে:
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন: "সবচেয়ে-সদাচরণ বা নেক কাজ হলো – কোনো ব্যক্তি তার বাবার মৃত্যুর পর বাবার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও তাদের প্রতি সদাচরণ করা।"
[সহীহ মুসলিম, হাদীস – ২৫৫২]

বাস্তব দৃষ্টান্ত:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) একবার মক্কার পথে এক বেদুইনের দেখা পেলেন, যার বাবা হযরত ওমর (রা.) এর বন্ধু ছিলেন। ইবনে ওমর (রা.) তাকে নিজের গাধা এবং মাথার পাগড়িটি উপহার দিয়ে দিলেন। উপস্থিত সাহাবীরা অবাক হলে তিনি রাসূল (সা.) এর উপরোক্ত হাদীসটি স্মরণ করিয়ে দেন।

২. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা (সিলাতুর রাহিম):

পিতামাতার মাধ্যমে আমাদের জীবনে যেসব আত্মীয়-স্বজন (যেমন: দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা-ফুফু, মামা-খালা) যুক্ত হয়েছেন, তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরজ বিধান, তাকে আরবী পরিভাষায় (সিলাতুর রাহিম) বলা হয়।

মায়ের বোন বা খালার মর্যাদা:

মায়ের অনুপস্থিতিতে খালার মর্যাদা মায়ের মতোই উচ্চ। হাদীস শরীফে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর কাছে এসে বড় একটি গুনাহের তাওবা করার উপায় জানতে চাইল। রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মা কি বেঁচে আছেন?" সে বলল, "না।" তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কোনো খালা আছে কী?" সে বলল, "হ্যাঁ, আছে।" তখন রাসূল (সা.) বললেন:"তবে তুমি তোমার খালার সেবা কর ও তার সাথে সদাচরণ করো। এর মাধ্যমে আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করবেন।"

[তিরমিযী, হাদীস-১৯০৪]

রিজিকে বরকত ও দীর্ঘায়ু লাভ:

পিতামাতার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখলে ইহকালীন জীবনেও বরকত লাভ হয়। রাসূল (সা.) বলেছেন:"যে ব্যক্তি তার রিজিকের বরকত এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।"

[সহীহ বুখারী, হাদীস-৫৯৮৬]

৩. মৃত্যুর পর পিতামাতার আত্মিক শান্তি:

সন্তান যখন পিতামাতার বন্ধুদের সম্মান করে বা তাঁদের কোনো আত্মীয়ের বিপদে পাশে দাঁড়ায়, তখন পিতামাতার আত্মা কবরে শান্তি পায়। জীবদ্দশায় পিতামাতা যাদের ভালোবাসতেন, মৃত্যুর পর তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন মূলত পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধারই বহিঃপ্রকাশ।

সাহাবী আবু উসাইদ (রা.) এর বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী, পিতামাতার মৃত্যুর পর সন্তানের প্রধান কাজগুলোর মধ্যে একটি হলো—

"তাঁদের বন্ধুদের সম্মান ও মূল্যায়ন করা এবং তাঁদের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।"

[আবু দাউদ, হাদীস নং-৫১৪২]

৪. সামাজিক ও পারিবারিক গুরুত্ব:

বর্তমান সমাজে ব্যক্তিপূজা ও আত্মকেন্দ্রিকতার কারণে মানুষ নিজের চাচা, মামা ও ফুফুদেরও ঠিকমতো চেনে না। এই অবস্থায় পিতামাতার সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কগুলো টিকিয়ে রাখা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি চমৎকার শিক্ষণীয় উদাহরণ। সন্তান যখন তার মা-বাবার বন্ধুদের সম্মান করবে, তখন সমাজ ও পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার এক দীর্ঘমেয়াদী ঐতিহ্য বজায় থাকবে।

তাত্ত্বিক সারসংক্ষেপ:

পিতামাতার বন্ধুদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাঁদের আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা কেবল একটি সামাজিক শিষ্টাচার নয়, বরং এটি ইসলামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এর মাধ্যমে সন্তান তার পিতামাতার প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্য ও ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারে, যা সমাজকে আরও মানবিক ও সুশৃঙ্খল করে তোলে।

বর্তমান আধুনিক ও যান্ত্রিক সমাজে পিতামাতার অধিকার লঙ্ঘনের বাস্তব চিত্র

আজকের আধুনিক যুগ যেমন প্রযুক্তির দিক থেকে উন্নত হয়েছে, তেমনি মানুষের পারস্পরিক ও পারিবারিক সম্পর্কে তৈরি হয়েছে এক বিশাল দূরত্ব। ব্যস্ত জীবনযাত্রা এবং যান্ত্রিক মানসিকতার কারণে বর্তমান সমাজে পিতামাতার অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে।অনেক সন্তান নিজেদের ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এত বেশি মগ্ন থাকে যে, বৃদ্ধ পিতামাতার ন্যূনতম খোঁজখবর নেওয়ার সময়ও তাদের হয় না। বৈষয়িক স্বার্থ, সম্পত্তির লোভ এবং নৈতিক শিক্ষার অভাবে অনেক সন্তান আজ তাদের জন্মদাতার সাথে চরম দুর্ব্যবহার করছে, যা ইসলামী অনুশাসন ও মানবিক মূল্যবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার গঠন: প্রবীণদের একাকীত্ব ও মানসিক সংকট

একসময় আমাদের সমাজে যৌথ বা এককেন্দ্রিক বড় পরিবারের চল ছিল, যেখানে পিতামাতা, ভাইবোন এবং সন্তানরা একসাথে বসবাস করত। কিন্তু আধুনিক নগরায়ন এবং আধুনিক জীবনযাত্রার প্রভাবে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে 'একক পরিবার' বা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে রূপ নিচ্ছে। এরফলে বৃদ্ধ পিতামাতা তাদের নিজ বাড়িতেই একাকী ও পরিত্যক্ত হয়ে পড়ছেন। সন্তান ও নাতি-নাতনিদের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা তীব্র মানসিক অবসাদ ও একাকীত্বে ভোগেন। তাঁদের শারীরিক অসুস্থতার চেয়ে এই মানসিক অবহেলা ও একাকীত্ব বর্তমান সময়ের প্রবীণদের জন্য সবচেয়ে বড় সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'বৃদ্ধাশ্রম' সংস্কৃতি একটি আধুনিক সামাজিক ব্যাধি ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

বর্তমান সমাজের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও বেদনাদায়ক বাস্তবতার নাম 'বৃদ্ধাশ্রম'। যে পিতামাতা নিজেদের জীবনের সব সুখ-আহ্লাদ কোরবানি দিয়ে সন্তানকে মানুষ করেছেন, বার্ধক্যে এসে তাঁদের স্থান হচ্ছে চার দেয়ালের বৃদ্ধাশ্রমে। এটি একটি আধুনিক সামাজিক ব্যাধি বলা চলে; অনেক সচ্ছল ও উচ্চশিক্ষিত সন্তানও তাঁদের বৃদ্ধ পিতামাতাকে বোঝা মনে করে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে।ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, এটি অত্যন্ত জঘন্য এবং কবিরা গুনাহ। ইসলাম বৃদ্ধাশ্রম সংস্কৃতিকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিয়েছেন যে, পিতামাতা বার্ধক্যে পৌঁছালে সন্তান যেন তাঁদের নিজের কাছে রেখে সেবা করে এবং তাঁদের সাথে "উফ" শব্দটিও না বলে। সুতরাং, পিতামাতাকে অবহেলা করে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো চরম অকৃতজ্ঞতা ও ধর্মীয় বিধানের প্রকাশ্য লঙ্ঘন।

(আকাশ সংস্কৃতি) সোশ্যাল মিডিয়া এবং পশ্চিমা সংস্কৃতি অন্ধ অনুকরণে পারিবারিক বন্ধন শিথিলতা

পারিবারিক বন্ধন আলগা হওয়ার পেছনে বর্তমান যুগের আকাশ সংস্কৃতি (Satellite TV) এবং সোশ্যাল মিডিয়া (Facebook, Youtube, TikTok ইত্যাদি) অপব্যবহার অনেকাংশে দায়ী।

পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণে মানুষ এখন চরম 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক' হয়ে উঠছে। ভার্চুয়াল জগতের কৃত্রিম সম্পর্কে ও বিনোদনে মানুষ যতটা সময় দিচ্ছে, বাস্তব জীবনে নিজের পিতামাতা ও পরিবারকে তার সামান্য অংশও দিচ্ছে না। এরফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও আত্মিক টান দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।যা পিতামাতাকে সমাজ ও পরিবারে আরও বেশি কোণঠাসা করে ফেলেছে।

নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার অভাব এবং এর নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব

পিতামাতার প্রতি এই অবহেলার মূল কারণ হলো আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চরম অভাব। আধুনিক তরুণ প্রজন্ম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করছে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে, কিন্তু তাদের ভেতরে মানুষ গড়ার মূল উপাদান 'নৈতিকতা' ও 'ধর্মীয় অনুশাসন' অনুপস্থিত রয়েছে। যখন একজন সন্তান তার ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনাবলী এবং পিতামাতার প্রতি দায়িত্বের ফজিলত সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকে, তখন সে পিতামাতার সেবা করাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে। এই নৈতিক অবক্ষয়ের নেতিবাচক প্রভাব হিসেবে সমাজে পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রবীণরা তাঁদের মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন; এবং সামগ্রিকভাবে পুরো সমাজ একটি আশঙ্কাজনক মানবিক বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে সংকট নিরসন ও প্রতিকার

পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে ইসলামী অনুশাসনের পুনর্জাগরণ:
সমকালীন সমাজে পিতামাতার যে বহুমুখী নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকট তৈরি হয়েছে, তা থেকে উত্তরণের প্রধান এবং প্রথম মৌলিক উপায় হলো পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ইসলামী অনুশাসনের অনুকরণ ও তার বাস্তব পুনর্জাগরণ ঘটানো।

ইসলাম কেবল একটি প্রচলিত ধর্ম নয়, বরং এটি একটি অবিচ্ছেদ্য জীবনবিধান, যা পারিবারিক শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার ওপর সর্বোচ্চ জোর দেয়। প্রতিটি মুসলিম পরিবারে শৈশব থেকেই সন্তানদের আল-কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক সামাজিক শিক্ষা দিতে হবে, যেখানে আল্লাহর ইবাদতের পরেই পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পারিবারিক পরিমণ্ডলে মা-বাবার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে হলে পিতামাতাকে কেবল মুখে

সম্মান করলেই হবে না, বরং সন্তানদের সামনে নিজের পিতামাতার সেবার বাস্তব ও জীবন্ত উদাহরণ তৈরি করতে হবে, কারণ সন্তানরা যা দেখে তাই শেখে।

এ ছাড়া সামাজিক স্তরে জুমার খুতবা, ধর্মীয় আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সেমিনার এবং ওয়াজ মাহফিলগুলোতে পিতামাতার অধিকার, বৃদ্ধ বয়সে তাদের সেবা করার ইহকালীন ও পরকালীন ফজিলত এবং অবহেলার ভয়াবহ কুফল সম্পর্কে নিয়মিত এবং গভীরভাবে অ্যাকাডেমিক আলোচনা করা প্রয়োজন। সমাজ থেকে ণদের একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারা— মহল্লায় ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করতে হবে, যাতে কোনো প্রবীণ ব্যক্তি নিজেকে সমাজচ্যুত, অসহায় বা একা মনে না করেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় পিতামাতার অধিকার ও নৈতিক শিক্ষার বাধ্যতামূলক অন্তর্ভুক্তি

বর্তমান আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের কেবল কর্মমুখী ও বস্তুগত যোগ্যতা তৈরিতে সফল হলেও, মানবিক মূল্যবোধ, চরিত্র গঠন ও সামাজিক নৈতিকতা গঠনে বড় ধরনের ঘাটতি রেখে গেছে।

এই চরম সামাজিক সংকট দূর করতে হলে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের পাঠ্যপুস্তকে নৈতিক শিক্ষা ও পিতামাতার অধিকারের বিষয়টি বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ইসলামিয়াত ও নৈতিক শিক্ষা বইগুলোতে আল-কুরআন ও হাদীসের সেই সমস্ত কালজয়ী অনুচ্ছেদ, তাফসীর ও ঐতিহাসিক গল্পের গল্প যুক্ত করা উচিত, যা শিক্ষার্থীদের কোমল হৃদয়ে পিতামাতার প্রতি চিরস্থায়ী শ্রদ্ধা, গভীর ভালোবাসা এবং দায়িত্ববোধের বীজ রোপন করে।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণরা যেন কেবল নিজেদের ক্যারিয়ার সচেতন ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হয়ে, বরং পিতামাতার প্রতি তাদের যে অপরিশোধ্য জীবনব্যাপী ঋণ রয়েছে তা হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করতে শেখে— এমন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি।প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন বা গ্রেডিং পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের

নৈতিক আচরণ ও পারিবারিক দাবি দায়িত্ব পালনের বিষয়টি ও পরোক্ষভাবে যুক্ত করা যেতে পারে, যা তাদের কেবল একজন চাকুরিজীবী নয়, বরং একজন আদর্শ ও দয়াশিল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে।

প্রবীণ কল্যাণ ও পিতামাতার সুরক্ষায় আইনি কাঠামো এবং রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা

পিতামাতার অধিকার রক্ষা এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কেবল ধর্মীয় অনুশাসন বা নৈতিক সচেতনতাই যথেষ্ট নয়, বরং এর পেছনে কঠোর রাষ্ট্রীয় আইনি কাঠামো এবং তার সঠিক প্রয়োগ থাকা অত্যন্ত জরুরী।

বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে 'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন' প্রণয়ন করেছে, যা একটি অত্যন্ত যুগান্তকারী ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। তবে এই আইনের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও মাঠপর্যায়ে এর যথাযথ প্রয়োগ এখনো বেশ সীমিত।

রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো এই আইন সম্পর্কে দেশের সাধারণ নাগরিক ও প্রান্তিক মানুষকে সচেতন করা এবং কোনো সন্তান যদি পিতামাতাকে বা বৃদ্ধ পিতামাতাকে অবহেলা করে, ঘর থেকে বের করে দেয় কিংবা ভরণপোষণ না দেয়, তবে তার বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এছাড়া রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রবীণ কল্যাণ তহবিল গঠন, পেনশনের আওতা বৃদ্ধি, প্রবীণদের জন্য সব সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে নিখরচায় মানসম্মত চিকিৎসা সেবা এবং গণপরিবহনে যাতায়াত ভাড়ায় বিশেষ ছাড়ের মতো কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।যখন রাষ্ট্রীয়ভাবে পিতামাতার নিরাপত্তা ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত হবে, তখন সন্তানরাও সমাজ ও আইনের ভয়ে তাদের অবহেলা করার বা বৃদ্ধাশ্রমে ফেলে আসার সাহস পাবে না।

সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক আন্দোলন গঠনে গণমাধ্যম হিসেবে এবং উলামায়ে কেরামের ভূমিকা

পিতামাতার অধিকার সুরক্ষায় আধুনিক গণমাধ্যম (টেলিভিশন, সংবাদপত্র, রেডিও এবং সোশ্যাল মিডিয়া) এবং উলামায়ে কেরামের যৌথ ভূমিকা একটি শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে।

আধুনিক যুগের গণমাধ্যমগুলো বিভিন্ন শিক্ষণীয় নাটক, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বৃদ্ধাশ্রম সংস্কৃতির নিষ্ঠুরতা ও কুফল এবং পিতামাতার সেবার মানসিক সৌন্দর্য ও মানসিক শান্তি সমাজের সামনে ফুটিয়ে তুলতে পারে।

আজকের দিনে সোশ্যাল মিডিয়ার ইনফ্লুয়েন্সার বা কনটেন্ট ক্রিয়েটররা পজিটিভ মেসেজ ছড়িয়ে দিয়ে তরুণ প্রজন্মকে ভার্চুয়াল লাইফের বাইরে এসে মা-বাবার প্রতি যত্নশীল হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

অন্যদিকে, মুসলিম সমাজে উলামায়ে কেরাম ও মসজিদের ইমামগণের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা অত্যন্ত ব্যাপক। তারা মসজিদের মিম্বর থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক সালিশি ও সেমিনারে পিতামাতার অধিকার নিয়ে ইসলামের অকাট্য দলিলসমূহ ও বাস্তবমুখী সমাধান তুলে ধরতে পারেন। গণমাধ্যমের আধুনিক রচার কৌশল এবং উলামায়ে কেরামের ধর্মীয় দিক-নির্দেশনার সমন্বয়ে যদি একটি সমন্বিত সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা যায়, তবে সমাজ থেকে পিতামাতার প্রতি অবহেলার এই অন্ধকার অধ্যায় চিরতরে দূর করা সম্ভব।

গবেষণার মূল সারসংক্ষেপ ও প্রাপ্ত ফলাফল

এই গবেষণার সামগ্রিক আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে এটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী সমাজ ও জীবনব্যবস্থায় পিতামাতার স্থান ও মর্যাদা অনন্য উচ্চতায় আসীন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে নিজের ইবাদত ও কৃতজ্ঞতার ঘোষণার ঠিক পরপরই পিতামাতার প্রতি সদাচরণ ও 'ইহসান' করার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসূল(সা.)-এর পবিত্র সুন্নাহ ও অসংখ্য হাদীসের বাণী থেকে আমরা জানতে পারি যে, পিতামাতার সেবা করা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও নফল ইবাদতের চেয়েও অনেক ক্ষেত্রে উত্তম ও অগ্রগণ্য। মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত সুনির্দিষ্ট করার মাধ্যমে ইসলাম মাতৃত্বকে সর্বোচ্চ সম্মানিত আসনে বসিয়েছে এবং বাবার সন্তুষ্টির সাথে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি জুড়ে দিয়ে পিতৃত্বের আইনি ও নৈতিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

তবে বর্তমান সমকালীন সমাজবাস্তবতা বিশ্লেষণ করে এই গবেষণার এক আশঙ্কাজনক চিত্র ফুটে উঠেছে। আধুনিকায়ন, তীব্র অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারের বিস্তার এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণে আমাদের পারিবারিক বন্ধনগুলো দিন দিন শিথিল হয়ে পড়ছে।

নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের কারণে অনেক সন্তান আজ বৃদ্ধ পিতামাতাকে অবহেলা করছে, যা আমাদের সমাজে 'বৃদ্ধাশ্রম' নামক এক অমানবিক সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। এই সংকট কেবল প্রবীণদের একাকীত্ব ও মানসিক যন্ত্রণাই বাড়াচ্ছে না বরং, সামগ্রিকভাবে পুরো সমাজকে এক গভীর মানবিক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

তাই ইসলামী মূল্যবোধের বাস্তব প্রয়োগ, আইনি সুরক্ষা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই কেবল এই মারাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা

বর্তমান সমাজে পিতামাতার অধিকার অক্ষুণ্ন রাখতে এবং প্রবীণদের একটি মর্যাদাপূর্ণ ও নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করার জন্য এই গবেষণার আলোকে নিচে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা পেশ করা হলো:

পারিবারিক স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি:
প্রতিটি পরিবারে শৈশব থেকেই সন্তানদের ইসলামী নীতি ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে। পিতামাতাকে যেন সন্তানরা তাদের জীবনের অংশ মনে করে, সেই মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ তৈরি করা জরুরী।

শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার:
দেশের প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সব স্তরের পাঠ্যপুস্তকে পিতামাতার অধিকার, দায়িত্ব এবং প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিষয়গুলো বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত

আইনি কঠোরতা প্রয়োগ:
২০১৩ সালের 'পিতামাতার ভরণ-পোষণ আইন'-এর ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটাতে হবে এবং আইন অমান্যকারী সন্তানদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

বৃদ্ধাশ্রম সংস্কৃতির নিরুৎসাহকরণ:
সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে বৃদ্ধাশ্রম সংস্কৃতিকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করতে হবে। প্রবীণদের ডে-কেয়ার সেন্টার বা অস্থায়ী সেবাকেন্দ্রের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, কিন্তু স্থায়ীভাবে তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা বন্ধ করতে হবে।

বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তা:
রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রবীণদের জন্য বিনামূল্যে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা, বিশেষ যাতায়াত সুবিধা এবং বয়স্ক ভাতার পরিমাণ ও পরিধি বৃদ্ধি করে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকা:

টেলিভিশন, সংবাদপত্র এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় পিতামাতার সেবার গুরুত্ব ও পারিবারিক বন্ধনের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলে নিয়মিত নাটক, ও সচেতনতামূলক কনটেন্ট প্রচার করতে হবে।

দুটি শিক্ষনীয় গল্প

১.অনুশোচনার গল্প রক্তাক্ত আলেকজান্দ্রিয়া:

জেলখানায় থাকা অবস্থায় একদিন পত্রিকা পড়তে গিয়ে একটি শিরোনামে আমার চোখ আটকে যায় এক রক্তাক্ত ঘটনায় 'আলেকজান্দ্রিয়া' কেঁপে ওঠে ।

খবরটিতে বলা হয়েছে, মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরের এক যুবক ইহুদি এক মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল; কিন্তু তার মা অসম্মতি জানায়। তিনি বাড়িতে কোন অমুসলিম মেয়ে আনতে চাননি; কারণ, তিনি ভয় পেতেন যে, এর ফলে তার যে নাতি-নাতনি হবে, তাদের ঈমান আরো দুর্বল হয়ে পড়বে; কিন্তু তারপরও ছেলেটি সেই মেয়েকেই বিয়ে করতে চায়। সন্তানদের কি হবে তা নিয়ে সে ভাবতে চাচ্ছিল না।

এসব নিয়ে মায়ের সাথে কথা কাটাকাটি হওয়ার কোন এক মুহূর্তে তিনি ছেলেকে সাফ জানিয়ে দেন যে, এই মেয়েকে বিয়ে করে এবারের অমর্যাদা করতে তিনি দেবেন না। মায়ের এমন কথা শুনে ছেলেটি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং প্রচন্ড ক্রোধে মারতে মারতে সে তার মাকে মেরেই ফেলে।

পরে যখন তার হুশ ফিরে সে, অস্থির হয়ে যায়। সারারাত খেয়ে ঘুমোতে পারেনা। অবশেষে আলেকজান্দ্রিয়া কারাগারে এসে সে আত্মসমর্পণ করে। ইসলামী আইন অনুযায়ী বিচারক তার মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন ।

ছেলেটি তার পাপের জন্য খুবই অনুতপ্ত । মায়ের মৃত্যুর পর দুনিয়ার সবকিছু তার কাছে নিরর্থক মনে হতে লাগলো। দিন-রাত সারাক্ষণ সে বিবেকের তাড়নায় কষ্ট পেত। সব সময় সে নিজেকে তিরস্কার করত। সে নিজেই অবাক হতো যে, কিভাবে সে এত ভয়ঙ্কর একটি কাজ করল।

পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম, ছেলেটি এই কারাগারেই আছে। তবে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো- আমার পাশের কারাগারটিতেই ছেলেটি থাকে - এই নাকি সেই ছেলে। অথচ সালাতের সময় সে আমার কয়েদের পাশ দিয়ে হেটে যায়। যাওয়ার সময় প্রায়ই সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার বেশ ঘন দাড়ি ছিল বলেই সম্ভবত সে আমার দিকে এভাবে তাকায়। সে লম্বা ও রোগা প্রকৃতির একজন যুবক। দেখতে গুরুগম্ভীর। সে যখন কথা বলে, তাকে অনেকটা নিষ্পাপ মনে হয়।

একদিন সালাতে যাওয়ার পথে সে আমার কাছে এমন ভাবে ছুটে এলো যেন সে হারানো কিছু খুঁজে পেয়েছে।

সে বলল,'ভাই, আমি এক মহাপাপ করেছি। আমি আমার মাকে হত্যা করেছি। আমি কি তাওবা করতে পারবো? আল্লাহ কি আমার পাপ ক্ষমা করবেন?'

আমি বললাম, 'পাপ যত বড়ই হোক না কেন, আন্তরিক তাওবা কারীদের আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা ক্ষমা করে দেন। তিনি বড়ই দয়ালু। কুর'আনে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা বলেন;

"বলুন, আমার বান্দারা, তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের বিরুদ্ধে (পাপ ও খারাপ কাজের মাধ্যমে) সীমালংঘন করেছো। আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম করুনাময়"।
[সূরা যুমার ৩৯:৫৩]

আমার মুখে এই পবিত্র আয়াতটি শোনার পর ছেলেটির মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আমি বললাম, ভাই, আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। তোমার মায়ের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করো। আশা করি, তোমার দোয়ার কারণে আল্লাহ তোমার মাকে ক্ষমা করবেন। তখন তোমার মা ও হয়তো বিচার দিবসে তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন। তোমার উচিত- আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ক্ষমা চাওয়া।

কথা শেষে আমার আমরা নিজ নিজ কক্ষে চলে গেলাম। আমার পায়ে বেরি পড়ানো ছিল। কারণ, আমি ছিলাম বিশেষ অপরাধীদের কয়েদে।এরপর অনেকদিন কেটে গেল। একদিন ছেলেটিকেও এনে বিশেষ অপরাধীদের কয়েদে ঢুকানো হলো। আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে সে চিনতে পেরেছে কিনা। সে বলল, 'জি ভাই, আপনাকে চিনেছি। আপনার মাধ্যমেই আল্লাহ আমার জন্য ক্ষমার দরজা খুলে দিয়েছেন। আপনার কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণের পর আমি প্রতিনিয়ত মায়ের জন্য ক্ষমা চাই। এখন আমি সালাত ও কুরআন তেলাওয়াতে কখনো অবহেলা করি না'।

আমি দেখলাম, সে সত্য বলছে। সে সবসময় সালাত আদায় করে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। প্রতিদিন কুরআন পাঠ করে। প্রতি ৭ দিনে একবার কুরআন খতম করে। আল্লাহ এবং মায়ের কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য সে সবকিছু করত। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত মোতাবেক প্রতিনিয়ত সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতো। একদিন কেউ তাকে বলল,

"একজন হাফেজের মা-বাবার মাথায় কিয়ামতের মাঠে উজ্জ্বল মুকুট পরানো হবে"। [সুনানে আবু দাউদ]

তৎক্ষণাৎ সে আমার কাছে এসে কথাটির সত্যতা জানতে চাইলো। আমি বললাম, 'একদম সত্যি কথা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিসে এমনটাই বলা হয়েছে' ।

'তারপর সে প্রশ্ন করল, 'আমার পক্ষে কি এই মর্যাদা অর্জন করা সম্ভব'?

আমি বললাম, ‘আল্লাহর শপথ, ভাই, আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে এই মহৎ উদ্দেশ্যে অর্জনে আত্মনিয়োগ করো। আল্লাহর রহমত পাওয়ার আগে আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ ও কলুষিত, দুশ্চরিত্র এবং কুফরের অন্ধকারের নিমজ্জিত ছিলেন; কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে তাদের ওপর রহম করেছেন।এরপর তারা হয়ে যান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাদের আগের সব গুনাহ তিনি মাফ করে দিয়েছেন।তাই কেউ যদি সবচেয়ে বড় গুনাহ করেও আন্তরিকভাবে ক্ষমা চায়, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহর ক্রোধের ওপর তার দয়া বিজয়ী হবে’ ।
আমি খেয়াল করলাম, আমার কথাগুলো শুনে ছেলেটির চোখে পানি চলে এলো। সে বলল, ‘ভাই, আমার পাপ শুধু বড়-ই না অনেক বড়। আমি কোন সাধারণ মানুষকে হত্যা করিনি। আমার মাকে হত্যা করেছি। সেই মাকে, যিনি আমাকে ৯ মাস গর্ভে ধারণ করেছিলেন, বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছিলেন’-

কথাগুলো বলতে গিয়ে সে কেঁদে ফেলল।

আমি তাকে বললাম,‘ভাই, তুমি কি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই হাদিসটি শোনোনি’?

“আল্লাহ সুবহানাতায়ালা দয়াকে একশত ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি নিজের জন্য ৯৯ ভাগ রেখেছেন। আর বাকি একভাগ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে দিয়েছেন। যদি কোন অবিশ্বাসী আল্লাহর দয়ার পরিমাণ সম্পর্কে জানতে, তবে সে জান্নাতে যাওয়ার আশা ত্যাগ করত না। আর কোন বিশ্বাসী যদি আল্লাহর শাস্তির পরিমাণ সম্পর্কে জানতো, তবে সে নিজেকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ মনে করত না”।

[সহিহ বুখারী হাদিস নং ৬৪৬৯ সহীহ মুসলিম হাদিস নং ২৭৫২]

চিন্তা করো, কেবল এক ভাগ তিনি সব সৃষ্টির মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। সে দয়ার কারণেই পশুরা তাদের বাচ্চাদের স্নেহ করে। কেবল এক ভাগ দয়ার জন্য কাফিরদের অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদের ভরণ পোষণ এর ব্যবস্থা করেন। অথচ তারা দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় ও আল্লাহর সাথে শিরক করে। তারপরও তারা দুনিয়ায় আল্লাহর অনেক রহমত পায়। তারা এইসব রহমত পাচ্ছে কেবল একভাগ দয়ার কারণেই। একবার চিন্তা করো, ৯৯ ভাগ দয়া কত মানুষের উপর করা হবে, আর কত মানুষ আল্লাহ ক্ষমা পাবে? বিচার দিবসে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা দেখে শয়তান অপমানিত হবে। সে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করেছে, কিন্তু শেষ দিবসের আন্তরিকভাবে তাওবা কারীদের আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। ফলে শয়তানের সব পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যাবে।

আমার কথা শুনে ছেলেটির মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে কুরআন মুখস্থ করার অঙ্গীকার করল। সে প্রতিদিন কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করতো ।এরপর সে অন্যান্য কয়েদিদের তা পড়ে শুনাতো। কিছুদিনের মধ্যে সে হাফিজ হয়ে গেল। কুরআনের পাশাপাশি. সে হাদিসের বই ও ‘ঈমান বিষয়ক’ বিভিন্ন বই পড়তো । সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিরাতও অধ্যায়ন শুরু করে। সে নিয়মিত তাহাজ্জুদের সালাতও আদায় করে। প্রতি চার অথবা পাঁচ দিনে এসে কোরআন খতম করে।হত্যার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সেটা না দুমাস সিয়াম করেছে । এরপর থেকে একদিন পরপর সিয়াম পালন করাটা তার অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। এখন তার নেক কাজের দিকে তাকালে আমার নিজেরই ঈর্ষা হয়।

একদিন সে আমাকে বলল, ‘আমার যদি এখন ফাঁসিও হয়, আমার কোন আক্ষেপ থাকবে না। মনের ভেতর কোন কষ্টও থাকবে না। মৃত্যুবরণ আমার রবের সাথে সাক্ষাতের একটি সুযোগ তৈরি করে দেবে। আমার জন্য দোয়া করবেন ভাই, আল্লাহ যেন আমাকে তার ঘনিষ্ঠ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন’।

আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, ‘আমার বিশ্বাস, আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা তোমাকে তার ধার্মিক ও ঘনিষ্ঠ বান্দাদের দলভুক্ত করবেন, ইন শা আল্লাহ’।

ছেলেটি বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, আমি শীঘ্রই দুনিয়ার এই কারাগার থেকে মুক্তি পাবো। ভাই,আমাকে এমন একটা উপদেশ দিন- যা জীবনে সাফল্য অর্জনে আমার কাজে আসবে' ।

আমি তাকে বার বার ***লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ*** পড়তে বললাম; কিন্তু সে নিম্নত্ব এই দোয়াটি পাঠ করে আমার কাছে জানতে চাইলো এটির ব্যাপারে আমার মতামত কি?

لظالمين من كنت اني سبحانك نتا الا اله لا

"আপনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমি তা সীমালংঘনকারী।

[সূরা আম্বিয়া ২১ঃ৮৭]

আমি বললাম, 'আমার ভাই, তুমি খুব ভালো একটা দোয়া পছন্দ করেছ। তোমার উচিত সব সময় এটি পাঠ করা। আশা করি এই দুয়ার কারণে তোমার প্রতি আল্লাহর দয়া হবে এবং তিনি তোমাকে মাফ করে দেবেন। হ্যাঁ, আরেকটি কথা! শেষ সময়ে দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করতে ভুলে যেও না। আর তোমার জিহ্বাকে আল্লাহর জিকিরে সিক্ত রেখো।

ছেলেটি কয়েকজন কয়েদিকে কিছু খাবার-দাবার দিল। এরপর সে পরের দিনের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। পরদিন সকাল সাতটায় তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে ।

ফজরের আজানের সময় আমার ঘুম ভাঙলো। তখন ছেলেটি ফজরের সালাত আদায় করে জিকির-আজগার করছিল। এরপর তার ফাঁসির সময় চলে এলো। সেই আয়াতটি বারবার পড়তে পড়তে এসে আমার সামনে দিয়ে ফাঁসির-কাষ্ঠের দিকে চলে গেল। অন্যান্য কয়েদিরা জানালা দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। সবাইকে সে সালাম দিল। সে কালেমা তাইয়েবা ও কালিমা শাহাদাত পাঠ করছিল। কারণ, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সেই হাদীসটি জানতো যেখানে বলা হয়েছে, 'যার শেষ বাক্য হবে ***লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,*** সে জান্নাতি' ।

ফাঁসি কাষ্ঠে মৃত্যুর পূর্বে সে দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করল। তারপর নির্ধারিত সময়েই তাকে ফাঁসি দেওয়া হল।

ফাঁসির কিছুদিন আগে ছেলেটি স্বপ্নে দেখেছিল, তার মা বলছেন: ‘আমার সন্তান, আমি তোমার উপর খুশি। আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি’ ।

২. এই ঋণ শোধ হবার নয়:

ছেলেটি খুবই ধার্মিক। সবেমাত্র যৌবনের পদার্পণ করেছে। আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল তার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য। পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণের গুরুত্ব সে বুঝতো এবং সেভাবেই সে পিতা-মাতার সাথে আচরণ করতো। বলা চলে, বাবা-মায়ের প্রতি তার আচরণ ছিল অন্যদের জন্য আদর্শস্বরূপ। ফলে মানুষের মুখে মুখে তার উত্তম আচরণের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই ভালো কাজটি তার মধ্যে অহংকারের জন্ম দেয়। সে নিজেকে অনেক বড় আল্লাহভক্ত, পিতা-মাতার অনুগত, বাধ্য ভাবতে শুরু করলো এবং আরো মনে করতে লাগলো যে, পিতা-মাতার জন্য যে হক আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা নির্ধারণ করেছেন, তার সবটাই সে আদায় করে ফেলেছে।

একদিন সে তার বাবাকে বলল, ‘বাবা, শৈশবে আমার প্রতি আপনি সহানুভূতি দেখিয়েছেন, আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছেন। তাই প্রতিদানে আমিও আপনার সাথে ভালো আচরণ করতে চাই। তাছাড়া আল্লাহর জন্যই আমি আপনার সাথে সদাচরণ করি, আপনার কঠিন আদেশ পালনে হোক তৎপর থাকি। আপনার আদেশ কে আমি নিজের জন্য সহজ উপভোগ্য করে নেই’ ।

ছেলেটির বাবা ছিলেন একজন বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ মানুষ। তিনি মনোযোগ দিয়ে ছেলের কথা শুনলেন; কিন্তু ছেলের অনুভূতিতে আঘাত লাগে- এমন একটি শব্দও তিনি উচ্চারণ করলেন না। তিনি বললেন, ‘বাবা আমার, তুমি আমার সাথে সদাচরণ করছো, আমার দেখভাল করছো এজন্য আল্লাহর দরবারে অনেক শুকরিয়া। প্রিয় পুত্র, জীবনে আমার

তেমন কোন শখ আহ্লাদ নেই; শুধু একটি ইচ্ছে বাকি আছে। তুমি কি শুনতে চাও, কি সেই ইচ্ছে'?

ছেলেটি বলল, 'অবশ্যই, দয়া করে আপনার সেই ইচ্ছাটার কথা আমাকে বলুন। আমি আমার জীবন দিয়ে হলেও তা পূরণ করব, ইন শা আল্লাহ।

বাবা বললেন,'আমার খুব আপেল খেতে ইচ্ছে করছে।পারবে এনে দিতে'?

কঠিন কোন দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার জন্য ছেলেটি মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করছিল; কিন্তু একি, বাবার ইচ্ছে সামান্য আপেল খাওয়া!

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ অনেকগুলো আপেল নিয়ে এসে বলল, 'বাবা, এই যে আপেল; আপনি এখান থেকে যতগুলো ইচ্ছে খান। শেষ হয়ে গেলে আরও এনে দেব। আপনার আদেশ পালনে আমি বাধ্য।

বাবা বললেন, 'না না। এগুলোই যথেষ্ট আর প্রয়োজন নেই; তবে এই আপেল গুলো এখানে বসে খেতে ইচ্ছে করছে না। ওই যে সামনের পাহাড়টি দেখছো, আমি তার চূড়ায় উঠে এই আপেল গুলো খাব। সুতরাং তুমি যদি সত্যি সত্যি আমার প্রতি সদয় হয়ে থাকো, আমাকে পাহাড়টার চূড়ায় নিয়ে চলো'।

বাবার এমন অদ্ভুত আবদারে ছেলেটি বেশ অবাকই হলো; তবুও সে বাবাকে খুশি করার জন্য তার আদেশ পালন করলো। এক হাতে আপেলের ঝুড়ি আর পিঠে বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় উঠলো। বাবাকে একটা জায়গায় বসিয়ে আপেল গুলো তার সামনে রাখলো। এরপর বিনয়ের সাথে আপেল গুলো খাওয়ার জন্য বাবাকে অনুরোধ করলো;কিন্তু তিনি ঝুড়ি থেকে একটি একটি করে আপেল নিয়ে সেগুলো পাহাড়ের ঢালের দিকে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন। অতঃপর ঝুড়িটি সম্পূর্ণ খালি হয়ে গেলে বাবা ছেলেকে বললেন, 'যাও, নিচ থেকে আপেল গুলো কুড়িয়ে নিয়ে আসো'।

বাবা ঠিক কি চাচ্ছেন, ছেলেটা এর কিছুই বুঝতে পারল না। বাবা আবার বললেন, ‘কই, যাও নিচে। কুড়িয়ে নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি’ ।

সন্তান আদেশ পালন করলো। আপেলগুলো নিচ থেকে কুড়িয়ে এনে বাবার হাতে দিল। বাবা আপেলগুলো হাতে নিয়ে একটু পর আবার আপনি গুলো পাহাড় থেকে নিচে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন। ছেলেটি অবাক হল। বাবা বললেন, ‘যাও, আপেলগুলো করিয়ে নিয়ে এসো’ ।

ছেলেটি আবার নিচে নামলো এবং আপেল গুলো কুড়িয়ে বাবার কাছে এনে দিল। এবারও বৃদ্ধ বাবা আপেল গুলো হাতে নিয়ে নিচে ছুড়ে মারলেন এবং আদেশ করলেন আপেলগুলো কুড়িয়ে আনতে। এবার ছেলেটি কিছুটা বিরক্ত হলো; কিন্তু রাগ সংবরণ করে সে এবারও নিচ থেকে আপেল গুলো কুড়িয়ে এনে বাবাকে দিল।

আপেল গুলো হাতে পেয়ে চতুর্থ বারো বাবা আপেল গুলো নিচে ছুড়তে লাগলো। এবার ছেলের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তার চেহারায় প্রচন্ড রাগের চাপ কষ্ট হয়ে উঠল। বাবা ছেলের এরকম চেহারা দেখে তার অবস্থা বুঝতে পারলেন। তিনি আলতোভাবে সন্তানের কাঁধের উপর তার হাত রেখে বললেন, ‘আমার সন্তান, রাগ করোনা।এটাই সেই জায়গা। শৈশবে তুমি বারবার তোমার খেলার বলকে এই পাহাড়ের ঢাল দিয়ে গড়িয়ে ফেলতে। আর আমি কি করতাম জানো? বারবার সেটাকে কুড়িয়ে এনে তোমার ছোট্ট হাতে তুলে দিতাম। তোমার সেই আচরণ কখনো আমাকে বিন্দু পরিমাণ বিরক্ত বা ক্লান্ত করেনি; বরং এভাবে খেলা করে তুমি মজা পেতে দেখে আমারও খুব ভালো লাগতো। তোমাকে খুশি করার জন্য আমি সবকিছু করতে রাজি ছিলাম’।অথচ প্রায় একই কাজ তোমাকে কতটা রাগান্বিত করল!

হৃদয়ের গভীর থেকে অনুভব করা প্রয়োজন যে, আমাদের প্রতি পিতা-মাতার অবদান অতুলনীয়। আমরা তাদের জন্য যত কিছুই করি না কেন; তাদের ঋণ কখনো শোধ হবার নয়। তাই আমাদের উচিত, যথাসাধ্য তাদের সম্মান করা, সেবা-যত্ন করা, এবং ভালোবাসা। তাদের জন্য দোয়া করা, ক্ষমা চাওয়া এবং তাদের মৃত্যুর পর তাদের নেক আমলকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামে পিতামাতার গুরুত্ব ও ফজিলত কেবল একটি পারিবারিক বা ইবাদতের পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। বর্তমান গবেষণায় কুরআন ও হাদীস এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, পিতামাতার সন্তুষ্টির মাঝেই ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তি নিহিত রয়েছে। আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়ায় এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের পারিবারিক বন্ধনগুলো দিন দিন শিথিল হয়ে পড়ছে, যার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রবীণদের প্রতি অবহেলার মাধ্যমে। অথচ ইসলাম পিতা-মাতার বার্ধক্যে তাঁদের প্রতি সর্বোচ্চ যত্নশীল ও কোমল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। পিতামাতা কেবল সন্তানের দুনিয়াতে আসার মাধ্যমই নন, বরং তাঁরা সন্তানের জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারণের অন্যতম নিয়ামক।

তাই একটি সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণে এবং পরকালীন কল্যাণে পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের কোনো বিকল্প নেই।

রেফারেন্স:

1. মাসিক আল কাউসার
2. মাসিক আত তাহরীক
3. উইকিপিডিয়া
4. বাংলাদেশ জার্নালাস অনলাইন

বই:

1. মা, মা, মা এবং বাবা